মধ্য-লীলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে—।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে তন্মন্দিরপরিক্রমে ইত্যর্থঃ ভক্তৈঃ সহ অত্যুদ্দণ্ডং উৎক্ষিপ্তদণ্ডবৎ তাণ্ডবং উদ্ধতং নৃত্যং কুর্ব্বন্ সন্ স্বধাম্না নিজমাধুর্য্যেণ বিশ্বং লোকসমূহং প্রেমবন্যায়াং নিমগ্নং চক্রে কথম্ভূতো গৌরচন্দ্রো নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ নানাবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ ভাবৈ রলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী। মধ্যলীলার এই একাদশ-পরিচ্ছেদে—রাজা-প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের অনুরোধ, প্রভুকর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, রায়-রামানন্দের নীলাচলে আগমন, অদ্বৈতাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে আগমন, ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দির বেড়িয়া প্রভুর কীর্ত্তন-ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (নানাভাবরূপ অলঙ্কারভূষিত) গৌরচন্দ্রঃ (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর) ভক্তৈঃ (ভক্তগণের সহিত) শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে—মন্দির-পরিক্রমায়) অত্যুদ্দণ্ডং (অত্যন্ত উদ্দণ্ড) তাণ্ডবং (উদ্ধত নৃত্য) কুর্ব্বন্ (করিয়া) স্বধাম্না (স্বীয় মাধুর্য্য-প্রভাবে) বিশ্বং (বিশ্ববাসীকে) প্রেমবন্যা-নিমগ্নং (প্রেমবন্যায় নিমগ্ন) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-পরিক্রমাকালে ভক্তগণের সহিত অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য-প্রভাবে সমগ্র বিশ্বকে প্রেমবন্যানিমগ্ন করিয়াছিলেন। ১

অত্যুদ্দণ্ডং—উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের ন্যায়। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া এবং সমস্ত দেহকে দণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যে নৃত্য, তাহার নাম উদ্দণ্ড নৃত্য। **তাণ্ডবং**—উদ্ধত নৃত্য। **শ্রীজগন্নাথগেহে**—শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গনে, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা-সময়ে। রথযাত্রাকালে গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর যখন সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমন্দিরে পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন সাত্ত্বিকাদি-নানাবিধভাবের উদয়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, **নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ**—নানাবিধ ভাবদ্বারা অলঙ্কৃত (বিভূষিত) হইয়াছে শ্রীঅঙ্গ যাঁহার, তাদৃশ গৌরচন্দ্র **স্বধাম্না**—স্বীয় ধাম (মাধুর্য্য-জ্যোতি—মাধুর্য্যপ্রভাব) দ্বারা **বিশ্বং**—বিশ্ববাসী জনসমূহকে **প্রেমবন্যানিমগ্ন**—প্রেমরূপ বন্যায় নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নানাদিগ্‌দেশ হইতে, অসংখ্যলোক নীলাচলে সমবেত হইয়াছিল; ভাব-বিভূষিত প্রভুর শ্রীঅঙ্গের শোভা দর্শন করিয়া—প্রভুর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের প্রভাবে—তাহাদের সকলেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হইয়াছিল; উদ্দণ্ড-নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে যেন প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার স্পর্শে তত্রত্য সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন।

২। **আরদিন**—অন্য একদিন। **অভয়দান দেহ**—যদি অভয় দাও; যদি তুমি রুষ্ট না হও।

প্রভু কহে—কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥ ৩
সার্ব্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্ররায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায় ॥ ৪
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌমে কহে—কহ অযোগ্য বচন ॥ ৫
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন—।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। **যোগ্য**—সঙ্গত। **অযোগ্য**—অসঙ্গত।

৪। **প্রতাপরুদ্ররায়**—রাজা প্রতাপরুদ্র। **উৎকণ্ঠিত**—ব্যগ্র। **মিলিবারে**—সাক্ষাৎ করিতে।

৫। **কর্ণে হস্ত দিয়া**—কানে হাত দিয়া। সার্ব্বভৌম যাহা বলিতেছেন, তাহা শুনাও যেন অন্যায়, মহা-অপরাধজনক, তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রভু নিজের কানে হাত দিলেন—আর যেন ঐরূপ কথা কানে প্রবেশ না করিতে পারে। **স্মরে নারায়ণ**—আর, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা শুনাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার খণ্ডনের নিমিত্তই যেন প্রভু "নারায়ণ"-নাম স্মরণ করিলেন। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ।"

কানে হাত দিয়া এবং নারায়ণ স্মরণ করিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ।"

৬। **বিরক্ত**—সংসারত্যাগী।

সার্ব্বভৌমের কথা কিরূপে অন্যায় হইল, তাহা বলিতেছেন। "সার্ব্বভৌম! প্রতাপরুদ্র-রাজাকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত তুমি আমাকে বলিতেছ; কিন্তু তুমি তো জান—আমি সংসারত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী; বিষভক্ষণ যেমন দেহের পক্ষে অনিষ্টজনক, তদ্রূপ রাজার দর্শন এবং স্ত্রীলোকের দর্শন এই উভয়ই আমার সন্ন্যাসের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক।"

স্ত্রী-দরশন—মানুষের মন সাধারণতঃই কামিনী-কাঞ্চনের দিকে ঝুকিয়া পড়ে; কাঞ্চন অপেক্ষাও কামিনীর—স্ত্রীলোকের প্রতিই লোক সাধারণতঃ বেশী আকৃষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ শ্রীভা, ৯।১৯।১৭॥—বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে; তাই অন্য নারীর কথা তো দূরে, মাতা, ভগিনী, এমন কি স্বীয় কন্যার সঙ্গেও একত্র থাকিবে না।" বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের দর্শনে, স্পর্শনে, স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ-ব্যবহারে, এমন কি স্ত্রীলোকের কৃত্রিম প্রতিমা বা চিত্রপটাদি দেখিলেও—অনেক সময় স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত-বস্ত্রাদি দর্শন বা স্পর্শ করিলেও ভাব-সংক্রমণবশতঃ লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে; তাই ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শনাদি সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; স্ত্রীলোকের সংস্রবে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে—বিষ-ভক্ষণে যেমন প্রাণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

রাজ-দরশন—যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের চিত্তে বিষয়-বাসনা—প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায়—সর্ব্বদাই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; যাহারা তাহাদের সংস্রবে আসে, তাহাদের চিত্তেও সেই জ্বালা সংক্রমিত হয়। বিষয়-বাসনা তাহাদের চিত্তেও সংক্রমিত হয়। যে স্থানে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, সে-স্থানবাসীদের কেহই যেমন ঝড়ের ক্রিয়া হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না; তদ্রূপ যাহার চিত্তে বিষয়-বাসনার প্রবল তরঙ্গ উথিত হইতে থাকে, তাহার সংস্রবে যাহারা আসে, তাহারাও সাধারণতঃ সেই তরঙ্গের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না; তাই, যাঁহারা সংসার হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ীর সংস্রব হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। রাজার রাজকার্য্য হইল বিষয়-কার্য্য; রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের বিষয়-ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণই হইল রাজার কার্য্য; তাই রাজাকে সর্ব্বদাই বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়; তাহাতে, বিষয়-কালিমায় কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা—সাধারণ লোক অপেক্ষা—রাজারই বেশী। বিশেষতঃ, প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, ভোগ-বিলাসে মত্ত হইবার সুযোগ

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৭)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিষ্কিঞ্চনস্যেতি। নিষ্কিঞ্চনস্য ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য তথা ভবসাগরস্য পরং পারং জিগমিষো গন্তুমিচ্ছোঃ তথা ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখস্য প্রবর্ত্তমানস্য জনস্য বিষয়িণাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং তথা যোষিতাং রমণীনাং সন্দর্শনং সঙ্গং হা হন্ত নিন্দায়াং হন্ত খেদে বিষভক্ষণতোঽপি অসাধু অমঙ্গলকরম্। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং সম্ভাবনা রাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; আবার কাহারও কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকেন না বলিয়া কোনও বিষয়ে সংযমের সম্ভাবনাও রাজার সর্ব্বাপেক্ষা কম; তাই অধিকাংশস্থলেই রাজাদিগকে ভোগবিলাসে বা ব্যভিচারে মত্ত হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় কোনও রাজার চিত্তে যে সকল ভোগবাসনার উদ্দাম প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহার গতিমুখে পতিত হইলে কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তাই ভগবদ্‌ভজনোন্মুখ সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার দর্শন নিষিদ্ধ—বিষ যেমন প্রাণ বিনাশ করে, রাজার সংস্রবজনিত ভোগ-বাসনার সংক্রমণও তদ্রূপ সন্ন্যাসধর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে বলিয়া।

শ্লো। ২। অন্বয়। ভবসাগরস্য (সংসার-সমুদ্রের) পরং পারং (পরপারে) জিগমিষোঃ (যাইতে ইচ্ছুক) নিষ্কিঞ্চনস্য (নিষ্কিঞ্চন) ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য (ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে) বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত জনগণের) অথ যোষিতাঞ্চ (এবং স্ত্রীলোকদিগের) সন্দর্শনং (সন্দর্শন) হা হন্ত হন্ত (হায় হায়) বিষভক্ষণতঃ অপি (বিষভক্ষণ হইতেও) অসাধু (অমঙ্গল-জনক)।

অথবা। ভবসাগরস্য পারং (পারে) জিগমিষোঃ নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য বিষয়িণাং অথ যোষিতাঞ্চ পরং সন্দর্শনং (পরম-সন্দর্শন—সম্মিলনপূর্ব্বক সংলাপাদি) হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু (চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুরূপ)।

অনুবাদ। সংসার-সমুদ্রের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি বিষয়-ভোগ-পরিত্যাগ করিয়া (নিষ্কিঞ্চন হইয়া) ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, বিষয়াসক্ত জনগণের এবং স্ত্রীলোকের সন্দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক।

অথবা। সংসার-সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছায় যিনি বিষয়-ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, বিষয়াসক্ত-জনগণের এবং স্ত্রীলোকের পরম-সন্দর্শন (অর্থাৎ সম্মিলনপূর্ব্বক সংলাপাদি) বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক। ২

ভবসাগরস্য—সংসার-সমুদ্রের; সংসারকে সাগর বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাগর যেমন সহজে কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, এই সংসারও—সংসারাসক্তিও—সহজে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। **জিগমিষোঃ**—যাইতে ইচ্ছুক যিনি, তাঁহার। **নিষ্কিঞ্চনস্য**—যিনি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কোনও উপকরণকেই যিনি অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাকে নিষ্কিঞ্চন বলে। **ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য**—ভগবানের ভজনের জন্য যিনি উন্মুখ বা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার। **বিষয়িণাং**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের। **যোষিতাং**—স্ত্রীলোক-গণের। **সন্দর্শনং**—সন্দর্শন; দর্শনের উপলক্ষণে স্পর্শ ও আলাপাদিও সূচিত হইতেছে। অথবা **পরং সন্দর্শনং**—পরম-সন্দর্শন; সম্মিলন পূর্ব্বক আলাপাদি। **হা হন্ত হন্ত**—খেদসূচক বাক্য। **বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু**—বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অমঙ্গল-জনক। দেহের বিনাশ অপেক্ষা ভজনের বিনাশ অধিকতর অমঙ্গল-জনক; কারণ, তাহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের বিঘ্ন ঘটে। বিষপানে দেহমাত্র নষ্ট হয়; কিন্তু বিষয়াসক্ত লোকের ও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে ভজন নষ্ট হয়; তাই, ইহা বিষপান অপেক্ষাও অধিকতর অমঙ্গল-জনক। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥ ৭
প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৮)
আকারদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আকারাদপীতি। স্ত্রীণাং তথা বিষয়িণাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং আকারাৎ মৃত্তিকাদিনির্ম্মিততন্মূর্ত্তেরপি ভেতব্যং ভয়ং ভবেদিত্যর্থঃ। যথা অহেঃ কালসর্পাৎ মনসঃ ক্ষোভঃ মহাভয়ং স্যাৎ তথা তদ্বৎ তৎসর্পস্য কৃত্রিমমূর্ত্তিদর্শনাদ্ভয়ং ভবেদিতি। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭। প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"প্রভু, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; বিষয়াসক্ত লোকের এবং স্ত্রীলোকের সন্দর্শন যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টজনক—তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া বাহিরে তাঁহার বিষয়ীর লক্ষণ থাকিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বিষয়াসক্ত নহেন; তিনি জগন্নাথের সেবক—উত্তম ভক্ত; সুতরাং তাঁহার দর্শন ভক্তদর্শনের তুল্যই হইবে, বিষয়াসক্ত লোকের দর্শনের ন্যায় অনিষ্টজনক হইবে না।"

অন্বয়ঃ—সার্ব্বভৌম বলিলেন—তোমার বচন সত্য; (প্রতাপরুদ্র) রাজা (বটেন) কিন্তু ভক্তোত্তম—জগন্নাথ-সেবক।

শ্রীজগন্নাথদেবের বিপুল সম্পত্তি; পুরীর রাজাই এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; তাই তিনিই হইলেন শ্রীজগন্নাথের সেবায়েত বা সেবক। এজন্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে জগন্নাথ-সেবক বলা হইয়াছে।

৮। **তথাপি**—প্রতাপরুদ্র বিষয়াসক্ত না হইলেও এবং ভক্তোত্তম হইয়া থাকিলেও। **রাজা কাল-সর্পাকার**—রাজা-নামই কালসর্পের আকারের তুল্য; কাষ্ঠ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত কালসর্পের আকারে (মূর্ত্তিতে) বিষ নাই; তথাপি তাহা দেখিলেই ভয় হয়; তদ্রূপ রাজা প্রতাপরুদ্রে বিষয়াসক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার রাজ-বেশ, রাজোচিত আচার-ব্যবহারাদি দেখিলেই ভয় হয়—তাঁহাতে বিষয়াসক্তির চিহ্ন আছে বলিয়া তাঁহার সংস্রবে যাইতে ভয় জন্মে। **কাষ্ঠনারী**—কাষ্ঠনির্ম্মিত-নারীমূর্ত্তি। **উপজে**—জন্মে। **বিকার**—চিত্ত-চাঞ্চল্য। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত নারীমূর্ত্তিতে নারীত্বের কিছুই নাই; তথাপি তাহাকে স্পর্শ করিলে জীবন্ত-স্ত্রীলোক-স্পর্শের ন্যায়ই প্রায় চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তদ্রূপ, যদিও রাজা প্রতাপরুদ্রে বিষয়াসক্তি নাই, তথাপি তাঁহার রাজবেশাদি দেখিলে তাঁহাতে বিষয়াসক্তি আছে বলিয়া মনে হয় এবং তজ্জন্যই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেও ভয় হয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র যে পরম-ভাগবত এবং বিষয়ে আসক্তিশূন্য—প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত—তাহা প্রভুও জানেন; বস্তুতঃ প্রতাপরুদ্রের প্রীতির আকর্ষণে তাঁহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত প্রভুও বিশেষ উৎকণ্ঠিত; তথাপি, প্রভু যে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার বিরুদ্ধে এত কথা বলিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল—লোকশিক্ষা (সন্ন্যাসের আচরণ শিক্ষা) এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি এবং উৎকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া প্রতাপরুদ্রের মাহাত্ম্য-খ্যাপন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। স্ত্রীণাং (স্ত্রীলোকদিগের) বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের) আকারাৎ (মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতে) অপি (ও) ভেতব্যং (ভয় জন্মে)। যথা (যেরূপ) অহেঃ (সর্প হইতে) মনসঃ (মনের) ক্ষোভঃ (ক্ষোভ জন্মে) তথা (সেইরূপ) তস্য (তাহার—সর্পের) আকৃতেঃ (আকৃতি হইতে) অপি (ও)।

অনুবাদ। স্ত্রীলোক ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতেও (ভজনোন্মুখ ব্যক্তির) ভয় জন্মে। যেমন সর্প হইতে মনের ক্ষোভ (ভয়) জন্মে, তদ্রূপ সর্পের আকৃতি হইতেও ভয় জন্মে। ৩

প্রকৃত সাপ দেখিলে তো লোকের ভয় জন্মেই; সাপের কোনও প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও প্রকৃত সর্পের স্মৃতিতে লোকের মনে ভয় জন্মে। তদ্রূপ, যাঁহারা ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, চিত্তকে যাঁহারা ভোগ-সুখাদি হইতে দূরে

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ, আমা এথা না দেখিবে। ৯
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ॥ ১০
রামানন্দরায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥ ১১
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১২
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ-ব্যবহার।
সবভক্তগণ-মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৩
রায় কহে—তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৪
আমি কহিল—আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ—যদি আজ্ঞা হয় ॥ ১৫
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৬
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।
মোর হাথে ধরি কহে পীরিতি-বিশেষে—॥ ১৭
তোমার যে বর্ত্তন—তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ ॥ ১৮
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে—তার সফল জীবনে ॥ ১৯
পরমকৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক—স্ত্রীলোক এবং বিষয়াসক্ত লোকের সংস্রবে যাইতে তাঁহারা তো ভীত হইয়াই থাকেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), পরন্তু স্ত্রীলোকের বা বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কোনওরূপ প্রতিকৃতি আদি দেখিলেও—প্রকৃত স্ত্রীলোক ও বিষয়াসক্ত লোকের সংস্পর্শজনিত অনিষ্টের স্মৃতিতে—তাঁহারা ভীত হইয়া থাকেন।

"কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে"-ইত্যাদি ৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯। প্রভু সার্ব্বভৌমকে একেবারে শেষ কথা বলিয়া দিলেন। "এরূপ কথা—রাজাকে দর্শন দেওয়ার কথা—আর কখনও আমার সাক্ষাতে মুখে আনিবে না। যদি পুনরায় এইরূপ কথা মুখে আন, তাহাহইলে আর আমাকে এই নীলাচলে দেখিবেনা—আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।" **বাত**—কথা।

১০। **হেনকালে**—প্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের উক্তরূপ-কথাবার্ত্তার অব্যবহিত পরেই। **পুরুষোত্তমে**—পুরীতে। প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিলেন।

১১। **গজপতি-সঙ্গে**—রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে। রাজা প্রতাপরুদ্রের উপাধি গজপতি। **প্রথমেই** ইত্যাদি—রামানন্দরায় পুরীতে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে প্রভুকে আসিয়া দর্শন করিলেন।

১৩। **স্নেহব্যবহার**—প্রীতিমূলক আচরণ। **চমৎকার**—বিস্ময়। রায়-রামানন্দ উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী—সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে বিষয়ী; তাই প্রভু যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহাও অনেকে আশা করিতে পারেন নাই। আবার, রামরায় ছিলেন শূদ্র—তাহাতেও সন্ন্যাসী-প্রভুর অস্পৃশ্য। এরূপ অবস্থায় প্রভু যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহা দেখিয়া সকলের বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক।

১৪। **তোমার আজ্ঞায়** ইত্যাদি—নীলাচলে আসিয়া তোমার চরণপ্রান্তে থাকিবার জন্য তুমি যে আদেশ করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি নীলাচলে থাকিবার নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি চাহিয়াছিলাম। **তোমার ইচ্ছায়** ইত্যাদি—"আমি নীলাচলে থাকি, ইহাই তোমার ইচ্ছা"—রাজা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্য হইতে আমাকে অবসর দিয়াছেন।

১৫। আমি (রায়-রামানন্দ) রাজাকে বলিলাম—"বিষয়কর্ম্ম আমার আর ভাল লাগিতেছে না; মহারাজের অনুমতি হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণসমীপে অবস্থান করিতে পারি।"

১৬-২০। প্রভু! আমার (রামরায়ের) মুখে তোমার নাম শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার দেহে প্রেমাবেশ দেখা দিল; তিনি আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥ ২১
প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণ-ভকত-প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে, সে-ই ভাগ্যবান্॥ ২২
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার॥ ২৩

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৬)
আদিপুরাণবচনম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যে ইতি। হে পার্থ! যে জনাঃ মদ্‌ভক্তাঃ কেবলং মাং ভজন্তি কিন্তু মদ্‌ভক্তেষু প্রীতিং ন কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তে মদ্‌ভক্তাঃ ন, মম শ্রেষ্ঠভক্তাঃ ন মতাঃ। যে চ মদ্ভক্তস্য ভক্তাঃ মদ্‌ভক্তেষু প্রীতিমন্ত স্তে মে ভক্ততমাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ভক্তাঃ মতা ইত্যর্থঃ। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার হাতে ধরিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিলেন—"রামানন্দ! এ পর্য্যন্ত তুমি যে বেতন পাইতে, এখনও তাহাই পাইবে; তোমাকে আর কোনও বিষয়কর্ম্ম করিতে হইবে না; তুমি নিশ্চিন্তমনে প্রভুর চরণ-সেবা কর। আমি নিজে নিতান্ত হতভাগ্য, তাঁর চরণ-সেবার অযোগ্য; যিনি তাঁহার চরণ-সেবা করিতে পারেন, তাঁর জীবনই সফল; রামানন্দ! প্রভুর চরণ-সেবা করিয়া ধন্য হও। প্রভু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন; তিনি পরম কৃপালু; তাই আমার ভরসা আছে—এজন্মে তাঁর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেও কোনও না কোনও এক জন্মে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন, কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন দিবেন।

পীরিতি-বিশেষে—বিশেষ প্রীতির সহিত। **বর্ত্তন**—বেতন; মাসিক মাহিনা।

২১। **প্রেম-আর্ত্তি**—প্রেমজনিত আর্ত্তি। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠা এবং দর্শন করিতে না পারিয়া তজ্জন্য খেদ। **এক লেশ**—কিঞ্চিন্মাত্রও।

প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের যে কত প্রীতি এবং প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য প্রতাপরুদ্রের যে কত উৎকণ্ঠা—রামানন্দ-রায় কৌশলে প্রভুকে তাহা জানাইলেন।

২২-২৩। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! তুমি কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তি। তোমার প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তিনিও ভাগ্যবান্—কৃষ্ণ পাওয়ার যোগ্য। তোমার প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশেষ প্রীতির কথা তোমার কথাতেই বুঝা যাইতেছে; এই প্রীতির গুণেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিবেন।"

ভক্তের প্রতি যাঁহার প্রীতি, ভগবান্‌ও যে তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েন, ইহার প্রমাণ রূপে নিম্নে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। হে পার্থ (হে অর্জ্জুন)! যে (যাঁহারা) মে (আমার) ভক্তজনাঃ (ভক্তজন), তে চ জনাঃ (সে সকল ব্যক্তি) মে (আমার) ভক্তাঃ (ভক্ত) ন (নহেন)। মে (আমার) ভক্তস্য (ভক্তের) যে (যাঁহারা) ভক্তাঃ (ভক্ত), তে (তাঁহারা) মে (আমার) ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ ভক্ত) মতাঃ (পরিগণিত)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত (অথচ আমার ভক্তের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি নাই), তাঁহারা আমার (শ্রেষ্ঠ) ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত (যাঁহারা আমার ভক্তকে প্রীতি করেন), তাঁহারাই—ভক্ততম—আমার শ্রেষ্ঠভক্ত। ৪

ভক্ততমাঃ—সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তথাহি ভাঃ (১১।১৯।২১,২২)—
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ৫
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্। ৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪)
পদ্মপুরাণবচনম্—
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপি ইত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা দন্তধাবনাদির্দৈহিকী ক্রিয়াপি মদর্থে মৎসেবার্থং বচসা অপভ্রংশবাক্যেনাপি গীতবন্ধেন মদ্গুণকথনম্। চক্রবর্ত্তী। ৫-৬

হে দেবি! সর্ব্বেষাং দেবদেবীনামারাধনানাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরং সর্ব্বোত্তমং তস্মাৎ ভগবতো বিষ্ণোরারাধনাৎ পরতরং সর্ব্বোত্তমোত্তমং তদীয়ানাং বিষ্ণুভক্তানাং সমর্চ্চনং আরাধনম্। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ৫। ৬। অন্বয়। পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্য্যায়) আদরঃ (আদর—প্রীতি), সর্ব্বাঙ্গৈঃ (সর্ব্বাঙ্গদ্বারা) অভিবন্দনং (আমার অভিবন্দন), অভ্যধিকা (আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা) মদ্ভক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা), সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) মন্মতিঃ (আমার অস্তিত্বের মনন), মদর্থেষু (আমার নিমিত্ত) অঙ্গচেষ্টা (কায়িক চেষ্টা) বচসা চ (এবং বাক্যদ্বারা) মদ্গুণেরণম্ (আমার গুণকথন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—আমার পরিচর্য্যাতে আদর (প্রীতি), সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমার অভিবন্দন (প্রণাম), আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিতা আমার ভক্তের পূজা, সমস্ত প্রাণীতে আমার অস্তিত্ব-মনন, আমার নিমিত্ত কায়িকী চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা আমার গুণ-কথন—(এসমস্তই আমাতে ভক্তির কারণ)। ৫।৬

পরিচর্য্যায়াং—২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকায় পরিচর্য্যা-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **আদরঃ**—প্রীতি। **অভ্যধিকা মদ্ভক্তপূজা**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠা আমার ভক্তের পূজা। ভক্তের প্রতি কাহারও প্রীতি দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যত প্রীত হয়েন, ভক্তের প্রতি প্রীতি না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ তত প্রীত হয়েন না। শ্রীকৃষ্ণের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজাতেই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। **মন্মতিঃ**—সমস্ত প্রাণীতেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বর্ত্তমান আছি, এইরূপ জ্ঞান।

মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা যাহা কিছু করিবে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করিবে। অঙ্গচালনা দ্বারা—শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা—অর্থোপার্জ্জন করিবে কৃষ্ণসেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সেবার জন্য; উপকরণাদি আহরণ করিবে—কৃষ্ণসেবার জন্য; মল-মূত্রাদিত্যাগদ্বারা দেহকেও নিরুদ্বেগ করিবে কৃষ্ণসেবার জন্য; ইত্যাদি।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সর্ব্বেষাং (সমস্ত দেব-দেবীর) আরাধনানাং (আরাধনার মধ্যে) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) আরাধনং (আরাধনা) পরং (শ্রেষ্ঠ)। হে দেবি! তস্মাৎ (তাহা হইতে—বিষ্ণুর আরাধনা হইতে) তদীয়ানাং (বিষ্ণুর ভক্তদের) সমর্চ্চনং (আরাধনা) পরতরং (অধিকতর শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—"হে দেবি! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; তাহা (বিষ্ণুর আরাধনা) হইতে তদীয় ভক্তের (বিষ্ণুভক্তের) আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।" ৭

সমস্ত দেবদেবীর মূল হইলেন শ্রীবিষ্ণু; বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা-প্রশাখাদি সকলেই যেমন তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ এক বিষ্ণুর আরাধনাতেই সমস্ত দেব-দেবী পরিতুষ্ট হইতে পারেন; তাই সমস্ত দেব-দেবীর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। ইহার আরও হেতু আছে; বিষ্ণু যাহা দিতে পারেন, অন্য দেবদেবীগণ সাক্ষাদ্ভাবে তাহা দিতে পারেন না; শ্রীনারায়ণ সারূপ্যাদি মুক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠবাস দিতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি দিয়া সপরিকর স্বীয় সেবা দিতে পারেন; কিন্তু দেব-দেবীগণ তাহা দিতে পারেন না। আবার ভক্তের প্রতি কাহারও প্রীতি দেখিলে

তথাহি (ভাঃ—৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৮

পুরী ভারতীগোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারিগোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥ ২৪

জগদানন্দ-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সবভক্তে করিলা মিলন॥ ২৫

প্রভু কহে—রায়! দেখিলে কমললোচন?।
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন॥ ২৬

সংস্কৃত শ্লোকের টীকা।

অহো দুর্লভং প্রাপ্তং ময়া ইত্যাহ দুরাপা দুর্লভা বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু। যত্র যেষু মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং ততো হরৌ প্রেম তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্তত ইতি তাৎপর্য্যম্। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবান্ যত সন্তুষ্ট হয়েন, কেবলমাত্র নিজের পূজায় তিনি তত সন্তুষ্ট হয়েন না; ইহাতেও ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত প্রীত হইলে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, কৃষ্ণসেবা দিতে পারেন; বিশেষতঃ কৃষ্ণ-কৃপাও ভক্তকৃপার অপেক্ষা রাখে; তাই ভক্তপূজাই অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ৮। অন্বয়। বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (ভগবৎ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ ভক্তদিগের) সেবা (সেবা) অল্পতপসঃ (অল্পপুণ্য-ব্যক্তির পক্ষে) হি দুরাপা (দুর্লভ)। যত্র (যে স্থলে—যে পথস্বরূপ ভক্তগণের মুখে) দেবদেবঃ (দেবাদি-দেব) জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন) নিত্যং (সর্ব্বদা) উপগীয়তে (উপগীত হয়েন)।

অনুবাদ। মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুর বলিলেন—যাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণ গান করেন, ভগবৎ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ সেই ভক্তদিগের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুর্লভ। ৮

বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু—বৈকুণ্ঠের (বিষ্ণুর অথবা বৈকুণ্ঠ-লোকের) বর্ত্ম (রাস্তা) স্বরূপ মহৎলোকদিগে। বৈকুণ্ঠ অর্থ বৈকুণ্ঠলোকও হয়, বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুও হয়। মহৎ-লোকগণই সেই বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির রাস্তাস্বরূপ; কারণ, **যত্রোপগীয়তে** ইত্যাদি—এই মহৎ-লোকগণ সর্ব্বদাই ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাই তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিলে নিজের কোনও চেষ্টা ব্যতীতও ভগবৎ-কথা শুনা যায়; ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের কৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমরূপে পরিণত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতুভূত হয়। কৃষ্ণ-প্রীতির একমাত্র হেতু হইল প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তির মূল হইল মহৎ-কৃপা। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ ২।২২।৩২॥" এসমস্ত কারণে মহৎ-লোকদিগকে—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদিগকে—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির রাস্তাস্বরূপ বলা হইয়াছে। এরূপ মহৎ-লোকদিগের সেবা অল্পভাগ্যে মিলিতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহার প্রতি যে কৃষ্ণের কৃপা হয়, উক্ত কয় শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইল। এই কয় শ্লোক ২৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৪। **পুরী**—শ্রীপরমানন্দপুরী। **ভারতী**—শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী। **স্বরূপ**—শ্রীস্বরূপ-দামোদর। **চরণাভিবন্দ**—চরণ বন্দনা; নমস্কার।

২৬। **কমললোচন**—শ্রীজগন্নাথ। রামরায় পুরীতে আসিয়াই শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়াই—প্রভুর দর্শনে আসিয়াছেন। **এবে**—এখন; তোমার চরণ দর্শন করিয়াছি, এখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি। **পাব দরশন**—দর্শন পাইব। রায়ের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—তোমার চরণ-দর্শনের নিমিত্তই আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ছিল; তাই সর্ব্বাগ্রে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি; এখানে আগে না আসিয়া যদি ঐ উৎকণ্ঠা লইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতাম, তাহা হইলে হয়তো শ্রীজগন্নাথের স্বরূপ দর্শনই পাইতাম না—কারণ, দর্শনে মনোনিবেশ আমার পক্ষে

প্রভু কহে—রায় ! তুমি কি কর্ম্ম করিলা ?
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা ?॥ ২৭
রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী ॥ ২৮
আমি কি করিব, মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥ ২৯
প্রভু কহে—যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন ॥ ৩০
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ? ॥ ৩১
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা—॥ ৩২
মোর লাগি প্রভু-পাদে কৈলে নিবেদন ? ।
সার্ব্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন ॥ ৩৩
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে—পুন যদি করি নিবেদন ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্ভব হইত না। এখন তোমার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার কৃপায় এখন শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্বরূপ দর্শনও পাইব।

২৭। **ঈশ্বর না দেখি**—শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়া।

২৮-২৯। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"প্রভু, শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করার আগে যে এখানে আসিলাম, তাহাতে আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সারথিই রথ চালাইয়া নেয়; সারথি যদি নিজের ইচ্ছামত কোনও দিকে রথ চালাইয়া লইয়া যায়, রথের আরোহী তাহাতে কি করিতে পারে ? আমার অবস্থাও তাই। আমার চরণ (পদদ্বয়ই) আমার রথ ; এই রথের সারথি (বা চালক) হইতেছে আমার হৃদয় (মন); এই সারথি—আমার মন—আগে জগন্নাথ-দর্শন করা উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই আমার রথকে (পদদ্বয়কে) চলাইয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে, আমি (জীবরথী—আমার জীবাত্মারূপ রথারোহী) আর কি করিব ? বাধ্য হইয়া আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে।" তাৎপর্য্য এই যে—"এখানে আসার পূর্ব্বে জগন্নাথ-দর্শনের কথা আমার (রামরায়ের) মনেই উদিত হয় নাই ; বলবতী উৎকণ্ঠার তাড়নায় বরাবর আমি এখানেই আসিয়া পড়িয়াছি ; তোমার চরণ-দর্শনের ভাবনা ব্যতীত অন্য কোনও কথাই তখন আমার মনে উদিত হয় নাই।" ইহাতে শ্রীগৌরের প্রতি রামরায়ের মনের একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে।

৩০। **ঐছে**—ঐরূপ ; যেমন তাড়াতাড়ি শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবে, তেমনি তাড়াতাড়িই নিজগৃহে যাইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হইবে। প্রভুর নিকটে থাকিবার নিমিত্ত রায়ের উৎকণ্ঠা দেখিয়া হয়তো প্রভু আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে—রামরায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকটেই ফিরিয়া আসিবেন, গৃহে যাইবেন না ; তাই বোধ হয় প্রভু গৃহে যাওয়ার কথা বলিলেন। **কুটুম্ব**—পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণ।

৩১। **দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথদর্শনে। **প্রেমভক্তি-রীতি**—প্রেমভক্তির তাৎপর্য্য। যে প্রেমভক্তির প্রভাবে প্রভুর নিকটে আসার উৎকণ্ঠায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের কথাই রায়ের মনে উদিত হয় নাই, তাহার মর্ম্ম কেই বা বুঝিতে পারে ? অর্থাৎ কেহই বুঝিতে পারে না।

৩২। **ক্ষেত্রে আসি**—স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিয়া। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ পয়ারে বলা হইয়াছে —রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে আসিয়াছিলেন ; সেই সঙ্গে রামানন্দরায়ও আসিয়াছিলেন ; ১১-৩১ পয়ারে রামরায়ের কথা বলিয়া এক্ষণে প্রতাপরুদ্রের কথা বলিতেছেন। **বোলাইলা**—ডাকাইয়া আনিলেন।

৩৩-৩৪। রাজা সার্ব্বভৌমকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে (২।১০।১৬)। প্রভুর চরণে আমার জন্য কিছু নিবেদন করিতেও তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তুমি তাহার কিছু কি করিয়াছ ?" রাজার কথা শুনিয়া

শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল—॥ ৩৫
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার॥ ৩৬
"প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত-উদ্ধার"।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥ ৩৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৩৪)

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অদর্শনীয়ান্ দর্শনাযোগ্যানপি নীচজাতীন্ ম্লেচ্ছাদীন্ বীক্ষতে পশ্যতি। মদেকবর্জ্জং একং মাং বর্জ্জয়িত্বা। অবততার অবতারং কৃতবান্। চক্রবর্ত্তী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সার্ব্বভৌম বলিলেন—"আমি তোমার কথা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিয়াছি, তোমাকে দর্শন দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছি; কিন্তু আমি প্রভুকে সম্মত করাইতে পারি নাই; তিনি কিছুতেই রাজার দর্শন করিতে সম্মত হয়েন না। তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিলেন—পুনরায় যদি ঐরূপ অনুরোধ করি, তাহা হইলে তিনি শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়াই চলিয়া যাইবেন।"

৩৩-৩৪ পয়ারদ্বয়স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—"মোর লাগি প্রভুপাদে কৈলে নিবেদন। সার্ব্বভৌম কহে অনেক করিয়া যতন॥ তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন। তথাপি না করে তেঁহো রাজদরশন॥ ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন। কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন॥"—তাৎপর্য্য একই।

৩৫-৩৭। **নীচ**—পতিত। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—"শুনিয়াছি, প্রভু নাকি পাপী, তাপী, অধম, পতিত—সকলকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি নাকি জগাই-মাধাইকে পর্য্যন্তও উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু কেবল আমি হতভাগ্যই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম। তবে—প্রতাপরুদ্র ব্যতীত জগতের অন্য সকলকে উদ্ধার করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই কি প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন? প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার না করাই কি তাঁর প্রতিজ্ঞা?"

শ্লো। ৯। অন্বয়। সঃ (তিনি—শ্রীচৈতন্য) অদর্শনীয়ান্ (দর্শনের অযোগ্য) নীচজাতীন্ (নীজ জাতীয় লোকসমূহকে) অপি (ও) বীক্ষতে (দর্শন দেন); হন্ত (হায়)! তথাপি (তথাপি) মাং (আমাকে) নো (দর্শন দেন না)। মদেকবর্জ্জং (একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া অপর সকলকে) কৃপয়িষ্যতি (কৃপা করিবেন) ইতি (ইহা) নির্ণীয় (নির্ণয়—নিশ্চয়—করিয়াই) কিং (কি) সঃ (সেই) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) অবততার (অবতীর্ণ হইয়াছেন)?

অনুবাদ। সেই শ্রীচৈতন্যদেব দর্শনের অযোগ্য কত নীচ-জাতীয় লোককেও দর্শন দিয়া থাকেন; হায়! তথাপি আমাকে দর্শন দেন না। একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া অপর সকলকে কৃপা করিবেন—ইহা নিশ্চয় করিয়াই কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? ৯

এই শ্লোক রাজা প্রতাপরুদ্রের উক্তি; ইহা ৩৭ পয়ারোক্তির পোষক। **দেবঃ**—দিব্ ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহা দ্বারা ক্রীড়া বা লীলা বুঝায়; এই দেব-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—সমস্ত জগদ্‌বাসীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াও শ্রীচৈতন্যদেব যে আমাকে (প্রতাপরুদ্রকে) দর্শন পর্য্যন্ত দিতেছেন না, ইহা স্বতন্ত্র-পুরুষ সেই লীলাময়ের এক লীলামাত্র—ইহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ-দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৩৮
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ—সব অকারণ ॥ ৩৯
এতশুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ৪০
ভট্টাচার্য্য কহে—দেব ! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ ॥ ৪১
তেঁহো প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৪২
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর,—প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৪৩
রথযাত্রাদিনে প্রভু সবভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৪৪
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥ ৪৫
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৮-৩৯। রাজা প্রতাপরুদ্র মনের খেদে আরও বলিলেন—"প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি আমাকে দর্শন দিবেন না ; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম—তাঁহার দর্শন না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব। যদি তাঁর কৃপা হইতেই বঞ্চিত হই, তাহা হইলে এই রাজত্বেই বা আমার কি প্রয়োজন ? আর এই দেহ-রক্ষারই বা কি প্রয়োজন ? সমস্তই বৃথা।"

তাঁর প্রতিজ্ঞা—প্রভুর প্রতিজ্ঞা। প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই যে প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। দর্শনদানে তাঁহার অসম্মতি জানিয়া রাজা মনে করিয়াছিলেন—প্রভু বুঝি তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন। রাজা কিন্তু সত্যসত্যই প্রতিজ্ঞা করিলেন—প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন। ইহা প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের গাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। "প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে ॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ ৩।৪।৫৯-৬০ ॥"

৪০। চিন্তিত—রাজা পাছে সত্যই দেহত্যাগের চেষ্টা করেন, উহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম চিন্তিত হইলেন। **বিস্মিত**—প্রভুর প্রতি রাজার অনুরাগ যে এত অধিক, তাহা সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে জানিতেন না ; এখন তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

৪১। দেব—রাজা প্রতাপরুদ্রকে সম্বোধন করিয়া 'দেব' বলা হইয়াছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৪৩। প্রভু দেখিবে যাহায়—যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রভুর দর্শন পাইতে পার। এই উপায়ের কথা ৪৪-৪৭ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৪-৪৬। প্রেমাবেশে ইত্যাদি—রথ বলগণ্ডিস্থানে আসিলে শ্রীজগন্নাথের ভোগের জন্য সেস্থানে রথ একটু অধিক কাল থামিয়া থাকে। এই অবসরে প্রভুও প্রেমাবেশে নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে ভক্তগণের সহিত বিশ্রাম করিতে যায়েন। **সেইকালে**—ভক্তগণের সহিত প্রভু যখন পুষ্পোদ্যানে থাকেন, সেই সময়ে। **ছাড়ি রাজবেশ**—রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া। **কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী** ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের-রাসলীলাসম্বন্ধীয় পাঁচটী অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে একাকী গিয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিবে।

রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্তঃকরণ ভক্তিপূর্ণই ছিল ; তাঁহার রাজবেশই বিষয়াসক্তির দ্যোতক ছিল বলিয়া প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয়েন নাই ; তাই রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ (২।১৪।৪) করিয়া বৈষ্ণবেরই ন্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুর চরণ-সমীপে উপনীত হওয়ার নিমিত্ত সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে পরামর্শ দিলেন। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিলে প্রতাপরুদ্রের বেশ মনোবৃত্তির অনুকূলই হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৪-৪৬-পয়ারোক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। পরবর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জানা যায়—ভক্তগণের সঙ্গে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং রথ যখন বলগণ্ডিস্থানে আসিয়াছিল, তখনই প্রভু প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রা-কালেই প্রভু সম্ভবতঃ এইরূপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৪৪-৪৫-পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়—রথযাত্রা-কালে প্রভু যে উল্লিখিত রূপ আচরণ করেন, তাহা সার্ব্বভৌম জানিতেন এবং ইহাও মনে হয় যে, সার্ব্বভৌম যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট; সুতরাং সার্ব্বভৌম যখন এ সকল কথা রাজা-প্রতাপরুদ্রের নিকট বলিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই যেন তিনি প্রভুকে রথাগ্রে নৃত্যাদি করিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু কখন দেখিয়াছেন? যে সময় এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বের কোনও রথযাত্রায় যদি প্রভু উপস্থিত থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাহা সম্ভব। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও রথযাত্রায় কি প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন? তাহাই বিবেচ্য।

১৪৩১ শকের মাঘ-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ফাল্গুনে নীলাচলে আসেন এবং পরবর্ত্তী (১৪৩২ শকের) বৈশাখেই—সুতরাং ১৪৩২ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই—তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য নীলাচল ত্যাগ করেন এবং ফিরিয়া আসেন—দুই বৎসর পরে, ১৪৩৪ শকের আরম্ভে, ১৪৩৪-শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে। সুতরাং ১৪৩৪-শকের পূর্ব্বে কোনও সময়ে যে প্রভু রথযাত্রা দর্শন করেন নাই, সহজেই বুঝা যায়; ১৪৩৪-শকেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রথযাত্রা-দর্শন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—সার্ব্বভৌম আলোচ্য পয়ার-দ্বয়ের কথাগুলি রাজা প্রতাপরুদ্রকে কখন বলিয়াছিলেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১শ পয়ার হইতে জানা যায়, রামানন্দ-রায়ের সঙ্গেই প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়াছিলেন। রামানন্দ-রায়ও প্রভুর আদেশ অনুসারে এবং গোদাবরী-তীরে প্রভুর নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন (২।৮।৩০৪-৬), তদনুসারে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রও তখনই নীলাচলে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম উল্লিখিত কথাগুলি প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন; তখন পর্য্যন্ত প্রভু একবারও রথযাত্রা দেখেন নাই; সুতরাং সার্ব্বভৌমের উক্তির সঙ্গতিতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পরবর্ত্তী ১৩শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রথযাত্রাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্ট সর্ব্বপ্রথম রথযাত্রা। এই রথযাত্রা বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু যখন ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, তখন "সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।" তখন "ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" বলিয়া প্রভু যখন আত্ম-ধিক্কার প্রকাশ করিলেন, তখন "রাজার মনে হৈল ভয়।" তখনই রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন—"তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন। তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥ অবসর জানি আমি করিব নিবেদন। সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥ ২।১৩।১৭৮-৮০।" ইহার পরে সার্ব্বভৌম রাজাকে যেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য পয়ার-দ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে। তখন প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য এবং প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশও সার্ব্বভৌম দেখিয়াছিলেন; তাই তখন এইরূপ উপদেশ দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেই রথযাত্রার পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ, প্রতাপরুদ্রের প্রাণ-ত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্পের (২।১১।৩৮) কথা শুনিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করার উৎকণ্ঠায় সার্ব্বভৌম কোনও উপায়ে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই আশ্বাসের কথা বর্ণন করিতে যাইয়া লীলাবর্ণনে আবেশ-জনিত অনবধানতা-বশতঃই কবিরাজ-গোস্বামী পরবর্ত্তী ২।১৩।১৭৮ পয়ারের আনুষঙ্গিক উপদেশের কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি কেহ বলেন—১৪৩৪-শকের পরবর্ত্তী কোনও রথযাত্রার পূর্ব্বক্ষণেই হয়তো সার্ব্বভৌম রাজাকে ৪৪-৪৫-পয়ারোক্তির অনুরূপ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তাহা কিন্তু বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ,

বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন—তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥ ৪৭
রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরাইয়াছে মন ॥ ৪৮
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৪৯
স্নানযাত্রা কবে হবে ?—পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৫০
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাসুখ ॥ ৫১
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সভারে ছাড়িয়া ॥ ৫২
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
'গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে' কৈলা নিবেদনে ॥ ৫৩
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
'প্রভু আইলা'—রাজার ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা হইলে রায়-রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে আগমন-সম্বন্ধীয় উল্লেখের সহিত বিরোধ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ১৪৩৪-শকে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যে প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসেন নাই, তাহা মনে করা যায় না; যেহেতু, রথযাত্রার সময়ে তাঁহার একটী নির্দ্ধারিত সেবা আছে—সুবর্ণ-সম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ-সম্মার্জন এবং চন্দন-জলে পথ-নিষিঞ্চন (২।১৩।১৪-১৫); এই সেবার জন্য তাঁহাকে রথযাত্রা-কালে উপস্থিত থাকিতেই হয়। তৃতীয়তঃ, প্রভুর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান-সময়েই প্রভুর সহিত মিলনের জন্য রাজার যেরূপ উৎকণ্ঠা দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে প্রভু-দর্শনের প্রথম সুযোগটীকে উপেক্ষা করিবেন, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এসমস্ত কারণে মনে হয়, ১৪৩৪-শকের রথযাত্রার পূর্ব্বক্ষণেই সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে উল্লিখিতরূপ আলাপ হইয়াছিল।

৪৭। পূর্ব্ব হইতেই প্রভু প্রেমাবেশে নিমগ্ন থাকিবেন; তোমার মুখে রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক শুনিলে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে; তখন তোমার বৈষ্ণব-বেশ দেখিয়া তোমাকে বৈষ্ণব মনে করিয়া আনন্দের আবেগে প্রভু তোমাকে আলিঙ্গন করিবেন—তুমি ধন্য হইয়া যাইবে।

৪৮। **প্রেম-গুণ**—প্রভুর প্রতি তোমার প্রেমের (প্রীতির) এবং তোমার অন্যান্য গুণের কথা। **ফিরাইয়াছে মন**—রামানন্দ রায় প্রভুর মনের গতি তোমার দিকে ফিরাইয়াছেন।

৪৯। **গজপতি মনে**—রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে। **প্রভুরে মিলিতে**—প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পক্ষে।

৫০। **স্নানযাত্রা**—শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায়। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিলেন। **ভট্টেরে**—সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে। **যাত্রারে**—স্নানযাত্রার বাকী। "তিন দিন"-স্থলে "দশদিন"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৫১। **অনবসরে**—যে সময়ে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের সুবিধা হয় না। স্নানযাত্রার পরে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথের অঙ্গরাগ হয় বলিয়া এই সময়ে অপর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। এই সময়কে অনবসর বলে। **মহাদুখ**—দর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া দুঃখ।

৫২। **গোপীভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন; স্নানযাত্রার পরে অনবসর-সময়ে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া শ্রীরাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল—তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেছেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া সকলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রভু আলালনাথে চলিয়া গেলেন।

৫৩-৫৪। মহাপ্রভু আলালনাথে যাওয়ার পরে নীলাচলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়দেশীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিতেছেন; সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ তখন আলালনাথে যাইয়া প্রভুকে এই সংবাদ দিলেন; সার্ব্বভৌম তখন প্রভুকে লইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজা-প্রতাপরুদ্রের নিকটে যাইয়া প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা জানাইলেন।

হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথাচার্য্য।
রাজারে আশীর্ব্বাদ করি কহে—শুন ভট্টাচার্য্য ॥ ৫৫
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুইশত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥ ৫৬
নরেন্দ্রে আসিয়া সভে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সভার চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥ ৫৭
রাজা কহে—পড়িছাকে আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে—পড়িছা সব দিব ॥ ৫৮
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য! একে-একে দেখাহ আমাতে ॥ ৫৯
ভট্ট কহে—অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সভাকে করাবে দর্শন ॥ ৬০
আমি কাহো নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সভাকে করাবে পরিচয় ॥ ৬১
এত কহি তিনজন অট্টালি চঢ়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥ ৬২
দামোদরস্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাহাঁ বৈষ্ণবগণ ॥ ৬৩
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে!
রাজা কহে—এই কোন্, চিনাহ আমারে ॥ ৬৪
ভট্টাচার্য্য কহে—এই স্বরূপদামোদর।
মহাপ্রভুর ইঁহ হয় দ্বিতীয়-কলেবর ॥ ৬৫
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইঁহা-দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥ ৬৬
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল ॥ ৬৭
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে ॥ ৬৮
দামোদর কহেন—ইঁহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৬৯
প্রভুর সেবা করিতে ইঁহারে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল ॥ ৭০
রাজা কহে—যাঁরে মালা দিলা দুইজন।
আশ্চর্য্য-তেজ এই বড় মহান্ত কোন্? ॥ ৭১
আচার্য্য কহে—ইঁহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। **হেনকালে**—যে সময়ে সার্ব্বভৌম গিয়া রাজাকে প্রভুর আগমনের কথা বলিলেন, ঠিক সেই সময়ে, সার্ব্বভৌম সেস্থানে থাকিতে থাকিতে। **তাহাঁ**—রাজার নিকটে।

৫৭। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে। **বাসা-প্রসাদ-সমাধান**—থাকিবার জন্য বাসস্থানের এবং আহারের জন্য মহাপ্রসাদের যোগাড়।

৫৮-৫৯। রাজা প্রতাপরুদ্রের উক্তি এই দুই পয়ার।

৬০। **অট্টালিকা**—রাজ-প্রাসাদের (দালানের) ছাদের উপরে।

৬১। **আমি কাহো** ইত্যাদি—সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমি গৌড়ীয় ভক্তদের কাহাকেও চিনি না; কিন্তু চিনিতে ইচ্ছা হয়; গোপীনাথাচার্য্যই চিনাইয়া দিবেন।"

৬২। **তিনজন**—সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা।

৬৩। **মালা-প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীমালা ও মহাপ্রসাদ। **যাহাঁ**—যেস্থানে।

৬৫। **দ্বিতীয় কলেবর**—দ্বিতীয় দেহ; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

৬৬। প্রথম ব্যক্তি হইলেন স্বরূপ-দামোদর; তদ্ব্যতীত যে আর একজন আছেন, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন প্রভুর ভৃত্য (অঙ্গ-সেবক) গোবিন্দ। **গৌরব করিয়া**—সমাগত বৈষ্ণবদের প্রতি গৌরব (শ্রদ্ধা বা মর্য্যাদা) প্রদর্শন করার নিমিত্ত।

৬৭। **আদৌ**—আদিতে; প্রথমে। **পাছে**—স্বরূপ-দামোদরের পরে। **তাঁরে**—শ্রীঅদ্বৈতেরে।

৭২। **আচার্য্য কহে**—গোপীনাথ-আচার্য্য বলিলেন। **সর্ব্বশিরোধার্য্য**—সকলের পূজনীয়।

শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঁহো পণ্ডিত গদাধর ॥ ৭৩
আচার্য্যরত্ন ইঁহো আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৭৪
এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।।
হরিদাসঠাকুর এই ভুবন-পাবন ॥ ৭৫
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেবদত্ত এই শিবানন্দ ॥ ৭৬
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥ ৭৭
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥ ৭৮
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥ ৭৯
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজখান।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥ ৮০
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ৮১
কতেক কহিব এই দেখ যতজন।
শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য জীবন ॥ ৮২
রাজা কহে—দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ ৮৩
কোটি সূর্য্য সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৮৪
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৮৫
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৬
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৭
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন ॥ ৮৮

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।২৯)—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

রাজা কহে—শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ ? ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৮২। **শ্রীচৈতন্যগণ**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ। **চৈতন্য-জীবন**—শ্রীচৈতন্যই জীবন (বা প্রাণ) যাঁহাদের ; তাঁহারা সকলেই প্রভু-গত-প্রাণ।

৮৪। **কভু নাহি** ইত্যাদি—গৌড়ীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছিলেন ; সেই কীর্ত্তন শুনিয়া রাজা বলিলেন—"এমন মধুর কীর্ত্তন আমি আর কোনও দিন শুনি নাই।"

৮৬। **চৈতন্যের সৃষ্টি** ইত্যাদি—এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যেরই সৃষ্ট ; শ্রীচৈতন্যই ইহার প্রবর্ত্তক ; তাহাতেই প্রভুকে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা বলা হয়। **প্রেমসঙ্কীর্ত্তন**—প্রীতিমূলক কীর্ত্তন।

৮৭। কলিযুগের ধর্ম্মই হইল কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ; শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া এই নামসঙ্কীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ২।৯।১৮-১৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৮। **সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে**—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারে। **সুমেধা**—সুবুদ্ধি। **কলিহত**—কলির কবলগত। ১।৩।৬২-৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৯। সার্ব্বভৌমের মুখে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোক শুনিয়া রাজাপ্রতাপরুদ্র বলিলেন—"আপনার উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-অনুসারে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ ; পণ্ডিতগণ সকলেই তো শাস্ত্র জানেন—

ভট্ট কহে—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে ॥ ৯০
তাঁর কৃপা নাহি যাঁরে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥ ৯১

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।২৯)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১১

রাজা কহে—সভে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা ধাইয়া ॥ ৯২
ভট্ট কহে—এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত চিত ॥৯৩
আগে তাঁরে মিলি সভে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শ্রীচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও জানেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভজন করেন না কেন?"

বিতৃষ্ণ—ভজনে পরাঙ্মুখ।

৯০-৯১। প্রতাপরুদ্রের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"যাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা হয়, তিনিই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন; যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই, তিনি পণ্ডিত হইলেও এবং শাস্ত্রাদিতে শ্রীচৈতন্যের স্বয়ংভগবত্ত্বার প্রমাণ নিজের চক্ষুতে দেখিলেও—কি অন্য প্রামাণিক ব্যক্তির মুখে তাহা শুনিলেও—শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন না। ভগবান্‌কে ভগবান্ বলিয়া অনুভব করা—ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। ভগবানের কৃপা না হইলে, ভগবান্‌কে সাক্ষাতে দেখিলেও কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারে না।"

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২। মহাপ্রভু থাকিতেন কাশীমিশ্রের বাড়ীতে; শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যাইতে হয়। অট্টালিকার উপর হইতে রাজা প্রতাপরুদ্র দেখিলেন—গৌড়ীয় ভক্তগণ সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়াও জগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না, সকলেই কাশীমিশ্রের বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া রাজা সার্ব্বভৌমকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯৩-৯৪। রাজার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"ইহাই প্রেমের স্বাভাবিকী রীতি; যাঁহার প্রতি প্রীতি—প্রাণের অত্যন্ত টান—আছে, মন সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়, তখন আর অন্য কোনও কথাই মনে উদিত হয় না, অন্য কোনও অনুসন্ধানও থাকে না। শ্রীচৈতন্যের প্রতি গৌড়ীয় ভক্তদের অত্যন্ত প্রীতি—অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার দর্শনও পায়েন নাই; তাহাতে, তাঁহাদের দর্শনোৎকণ্ঠা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে; এই উৎকণ্ঠার বশেই তাঁহারা চালিত হইতেছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি শ্রীচৈতন্যেই সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; তাই শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলেও শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ দর্শনের কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে উদিত হইতেছে না; শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকেই ধাবিত হইতেছেন। তাঁহারা আগে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবেন—নচেৎ তাঁহাদের উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে না; পরে শ্রীচৈতন্যকে অগ্রভাগে রাখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শনে আসিবেন।"

রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন-পাঁচ-সাত ॥ ৯৫
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি-কারণ ? ॥ ৯৬
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহাঁ লঞা ॥ ৯৭
রাজা কহে—উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন পান ? ॥ ৯৮
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৫-৯৬। আজ রাজা প্রতাপরুদ্র কেবল প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমই দেখিতেছেন; আবার প্রচলিত রীতির এই ব্যতিক্রমও করিতেছেন—মহাভাগবত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ! তাই প্রতাপরুদ্রের আর বিস্ময়ের অবধি নাই; এক একটা নিয়ম-ব্যতিক্রম দেখেন, আর বিস্মিত হইয়া এক একবার সার্ব্বভৌমকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সাধারণ লোকও পুরীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথ-দর্শন করে; কিন্তু মহাভাগবত হইয়াও গৌড়ীয় ভক্তগণ জগন্নাথ-দর্শন না করিয়া বরাবর শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন—শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগ দিয়া! বিস্মিত হইয়া সার্ব্বভৌমকে রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন (৯২ পয়ার), সার্ব্বভৌম উত্তরও দিলেন (৯৩—৯৪ পয়ার)। এখন আবার দেখিলেন—ভবানন্দ-রায়ের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ-সাত-জন-লোকের মাথায় বহাইয়া অনেকগুলি মহাপ্রসাদ লইয়া প্রভুর বাসার দিকে যাইতেছেন। কারণ বুঝিতে না পারিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভুর বাসায় আজ এত মহাপ্রসাদের কি প্রয়োজন ?

৯৭। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন—"গৌড়দেশ হইতে বহু বৈষ্ণব আসিয়াছেন; প্রভুর ইঙ্গিতে বাণীনাথ তাঁহাদের জন্যই মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।"

প্রভুর ইঙ্গিতে—প্রভু প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলেন নাই; বাণীনাথ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রসাদ আনিয়াছেন।

৯৮। সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া রাজা আবার বিস্মিত হইলেন। তাই তিনি সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে দিন তীর্থস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, সেইদিন ক্ষৌরী হওয়া—মস্তক মুণ্ডন করা এবং উপবাস করাই তো বিধি; কিন্তু ইহারা উপবাস না করিয়া অন্নাহার করিবেন কেন ?"

উপবাস ক্ষৌর—"তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ শিরসোমুণ্ডনং তথা।—শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাশীখণ্ডবচন।" ক্ষুরশব্দ-হইতে ক্ষৌর-শব্দ নিষ্পন্ন; ক্ষুর-সম্বন্ধীয় কাজ; মস্তকমুণ্ডনাদি। **তীর্থের বিধান**—তীর্থস্থান-সম্বন্ধীয় বিধি। **অন্ন-পান**—অন্ন ও পানীয় (জল)।

৯৯। বিধিধর্ম্ম—কিসে পাপ হইবে, কিসে পুণ্য হইবে, তৎসম্বন্ধে বেদে বা স্মৃতিতে যে সমস্ত বিধি আছে, সে সমস্ত বিধিমূলক ধর্ম্ম। বিধিধর্ম্মের লক্ষ্য থাকে নিজের দিকে, নিজের ইহকালের কি পরকালের সুখসাধন বা দুঃখনিবারণের দিকে। তীর্থে উপবাস ও মস্তকমুণ্ডন করিতে হইবে—ইহা বিধি-ধর্ম্মের বিধান; এই বিধানের পালন করিলে পুণ্য হইবে, লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে—ইহাই এই বিধানের তাৎপর্য্য।

রাগমার্গ—ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই হইল রাগ; এতাদৃশ রাগমূলক যে ধর্ম্মপন্থা, তাহাই রাগমার্গ; রাগমার্গের লক্ষ্য থাকে—একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির দিকে; নিজের সুখদুঃখ, বা পাপ-পুণ্যের দিকে কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্যও থাকে না; যাহা কিছু ভগবানের প্রীতিজনক, ভক্ত তাহাই করেন—তাহাতে যদি নিজের পাপ হয়, অপরাধ হয়, নরক-গমন হয়—তাহা হইলেও ভক্ত ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন না, নিজের পাপ-পুণ্য বা সুখ-দুঃখের চিন্তা তাঁহার মনেও উদিত হয় না। ইহাই রাগ-মার্গের মর্ম্ম। **সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম**—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গূঢ় অভিপ্রায়; একমাত্র ভগবানের বা ইষ্টদেবের প্রীতিই হইল এই সূক্ষ্ম মর্ম্ম।

ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা—ক্ষৌর-উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১০০

তাহাঁ উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাজার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—হাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাও ঠিক; কিন্তু যাঁহারা বিধিধর্ম্মের আচরণ করেন, নিজের পাপ-পুণ্যের, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানের পালন করেন, তাঁহাদের জন্যই তীর্থে উপবাস ও মস্তকমুণ্ডনের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা রাগমার্গের ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের একটী গূঢ় অভিপ্রায় আছে; সেই অভিপ্রায়ের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা কাজ করেন; তাহাতে বিবিধ-ধর্ম্মের লঙ্ঘন করিতে হইলেও তাঁহারা ভীত হয়েন না। এই গূঢ় অভিপ্রায়টী হইতেছে—একমাত্র ইষ্টদেবের প্রীতিসাধন।

১০০। **পরোক্ষ**—অসাক্ষাদ্‌ভাবে। **পরোক্ষ-আজ্ঞা**—নিজে যে আজ্ঞা করেন নাই; অন্যের যোগে যে আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। **ক্ষৌর**—মস্তকমুণ্ডন। **উপোষণ**—উপবাস।

ঈশ্বরের ইত্যাদি—তীর্থে উপবাস করা ও মস্তকমুণ্ডন করার বিধি হইল বেদের বা স্মৃতির আদেশ; বেদ বা স্মৃতিরূপেই ঈশ্বর এই আদেশ করিয়াছেন, নিজে নিজমুখে এই আদেশ করেন নাই। বিচার করিয়া দিখিলে বুঝা যায়—ক্ষৌর-উপোষণ অনাত্ম-ধর্ম্মমাত্র (ভূমিকায় ধর্ম্ম-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। **প্রভুর সাক্ষাৎ** ইত্যাদি—আর মহাপ্রসাদ-ভোজনের কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে নিজমুখে আদেশ করিয়াছেন। পরোক্ষ আদেশ অপেক্ষা সাক্ষাৎ-আদেশ বলবান। বিশেষতঃ, প্রভুর আদেশে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিবেন; তাই রাগমার্গের ভক্তদের পক্ষে এই আদেশ পালন অবশ্যকর্ত্তব্য।

১০১। **তাহাঁ উপবাস**—সেই স্থানে; প্রকরণ অনুসারে এস্থলে তাহাঁ অর্থ—সেই তীর্থে। **যাহাঁ**—যেই তীর্থে। তীর্থস্থলে উপস্থিত হইলে যে উপবাস করার বিধি আছে, তাহা সকল তীর্থসম্বন্ধে নহে; যে তীর্থে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেইতীর্থে আগমনের দিনেই উপবাসের ব্যবস্থা; যে তীর্থে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়, সেই তীর্থে উপবাসের প্রয়োজন নাই। এই উক্তির হেতু বোধ হয় এই যে—তীর্থে আসিয়া উপবাস করিলে যে পুণ্য হইতে পারে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপবাস-জনিত পুণ্যে ইহকালের কি পরকালের সুখ-ভোগাদি লাভ হইতে পারে; কিন্তু মহাপ্রসাদ-ভোজনে--বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হইতে পারে, ভক্তি লাভ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতরূপ মহাপ্রসাদসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—ইহা "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং—লোকের অন্য বিষয়ে আসক্তির বিস্মারক।"

["তাহাঁ উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ"—এইটী সাধারণ বিধি নহে; "তীর্থোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে তীর্থে উপস্থিত হওয়ার দিনে যে উপবাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, সেই উপবাস সম্বন্ধেই "তাহাঁ উপবাস যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ"-বাক্য বলা হইয়াছে; প্রকরণ-বলে অন্যরূপ অর্থ অসঙ্গত হইবে। শ্রীহরিবাসরাদি ব্রত-উপলক্ষ্যে যে উপবাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই উপবাস-সম্বন্ধে "তাহাঁ উপবাস" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োজ্য হইবে না; কারণ, হরিবাসরে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ-ত্যাগেরই স্পষ্ট বিধি গোস্বামিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। হরিবাসরে আহার-পরিত্যাগ-সম্বন্ধে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ এব। তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য জিনিস ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিত্যই নিষিদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবের নিরাহারত্ব বলিলে মহাপ্রসাদান্ন ত্যাগই বুঝায়। ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২৯৯॥"]

প্রভুর-আজ্ঞা ইত্যাদি—প্রভুর আজ্ঞা ত্যাগ এবং প্রসাদত্যাগ করিলে—প্রসাদগ্রহণ করার নিমিত্ত প্রভু যে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিলে—অপরাধ হইবে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে

বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ ?॥ ১০২
পূর্ব্বে প্রভু প্রাসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥ ১০৩
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

হইবে। ইহার হেতু এই যে—মহাপ্রসাদ-গ্রহণের নিমিত্ত এক্ষণে প্রভুর যে আদেশ, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ, স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ; এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায়েরই সম্ভাবনা।

১০২। প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিলে অপরাধ হইবে—কেবল এই ভয়েই যে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন, তাহা নহে; প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের বিশেষ একটা প্রলোভনও আছে। তাহা এই—প্রভু নিজে মহাপ্রসাদ পরিবেষণ করিবেন; প্রভুর নিজের হাতের দেওয়া প্রসাদ-গ্রহণের লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারেন না। **এত লাভ**—প্রভুর নিজের হাতের দেওয়া প্রসাদ-গ্রহণজনিত লাভ। যে কৃপার ভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রভু স্বয়ং প্রসাদ পরিবেষণ করিবেন, প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি সেই কৃপাও বিতরিত হইবে; এই কৃপালাভের লোভ কোনও ভক্তই সম্বরণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু ইহাতে প্রভুর প্রীতি-বিধানের প্রশ্নও আছে। **উপোষণ**—উপবাস।

১০৩। মহাপ্রভুর নিজ হাতের দেওয়া মহাপ্রসাদের লোভ যে দুর্ল্লঙ্ঘণীয়, নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সার্ব্বভৌম তাহা দেখাইতেছেন। তিনি বলিলেন—"একদিন প্রাতঃকালে আমি সবে মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় মহাপ্রসাদান্ন আনিয়া প্রভু আমার হাতে দিলেন। আমি তখনও প্রাতঃসন্ধ্যা করি নাই, স্নান করি নাই, এমন কি বাসিমুখও ধুই নাই; তথাপি আমি প্রভুর শ্রীহস্তে দেওয়া প্রসাদের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, হাত-মুখ ধোওয়ার অপেক্ষাও আমার সহ্য হইলনা; প্রসাদ পাওয়া মাত্রেই—বাসিমুখেই—আমি সেই প্রসাদান্ন ভোজন করিয়াছিলাম।"

১০৪। সার্ব্বভৌম ছিলেন বয়সে প্রাচীন, সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, মহাপণ্ডিত, অনেক সন্ন্যাসীরও গুরুস্থানীয় প্রামাণিক ব্যক্তি; প্রাতঃকৃত্য না করিয়া, এমনকি বাসিমুখপর্য্যন্ত না ধুইয়া—এক কথায় বলিতে গেলে, বেদধর্ম্ম-লোক-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া—তিনি কিরূপে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন? সার্ব্বভৌম নিজেই তাহার কারণ বলিতেছেন। "ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধীয় প্রেরণা জাগাইয়া দেন—ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার প্রতি শুদ্ধাভক্তির কৃপা হয়, শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়া শুদ্ধাভক্তির অনুরোধে তিনি বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

তাৎপর্য্য এই যে—প্রাতঃকৃত্যাদি না করিয়া, বাসিমুখ না ধুইয়া অন্ন গ্রহণ করা বেদধর্ম্মের ও লোকধর্ম্মের নিষিদ্ধ; কিন্তু শুদ্ধাভক্তির অনুকূল শাস্ত্র বলেন—প্রাপ্তিমাত্রেই মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে, এসম্বন্ধে কোনওরূপ কালবিচার করিবেনা। ভগবৎ-কৃপায়—শুদ্ধাভক্তির প্রতি সার্ব্বভৌমের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, শুদ্ধাভক্তির তুলনায় বেদধর্ম্ম ও লোক-ধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতা তাঁহার চিত্তে উপলব্ধ হইয়াছে; তাই তিনি বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াও শুদ্ধাভক্তির অনুকূল শাস্ত্রাদেশ অনুসারে বাসিমুখেই প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন। **করে হৃদয়ে প্রেরণ**—চিত্তে প্রেরণা জন্মায়; বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতার এবং শুদ্ধাভক্তির শ্রেষ্ঠতার জ্ঞান যাঁহার চিত্তে ভগবান্ কৃপা করিয়া স্ফুরিত করেন। **কৃষ্ণাশ্রয়ে**—কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া; শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া। **ছাড়ে**—ত্যাগ করে। **বেদলোক-ধর্ম্ম**—বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম। বেদবিহিত কর্ম্মাদি ও আচারাদি হইল বেদধর্ম্ম এবং লোক-সমাজে প্রচলিত আচারাদি হইল লোকধর্ম্ম। বেদধর্ম্ম পালনে স্বর্গাদি সুখভোগ এবং লোকধর্ম্মের পালনে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠাদি লাভ হইতে পারে; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার কিছুই নাই বলিয়া ইহা শুদ্ধাভক্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ। বেদধর্ম্মের লঙ্ঘনে নরকাদি ভোগ এবং লোকধর্ম্মের লঙ্ঘনে লোক-সমাজে নিন্দাদি ঘটিতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবৎ-কৃপায় যাঁহাদের চিত্তে লোভ জন্মিয়াছে, সেবাপ্রাপ্তির চেষ্টায়—লোকনিন্দা বা নরকভোগাদিকেও

তথাহি (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)—
যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তর্হ্যত্যঃ কো নাম কর্ম্মাত্যাগ্রহং হিত্বা পরমেশ্বরমেব ভজেদত আহ যদা যমনুগৃহ্লাতি অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি ভাবিতঃ সন্ স তদা লোকে লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে চ পরিনিষ্ঠিতাং মতিং ত্যজতি। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আশায় শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া যদি দেশশুদ্ধ লোকের নিন্দাভাজনও হইতে হয়, কিম্বা যদি বহুকাল যাবৎ নরকযন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কাও থাকে, তথাপি তাহাতে ভক্ত বিচলিত হয়েন না।

যতদিন পর্য্যন্ত দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই দেহ-দৈহিকের সুখ-সাধন বেদধর্ম্মে ও লোকধর্ম্মে লোকের অনুরাগ থাকে; ভগবৎ-কৃপায় দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি তিরোহিত হইলে বেদধর্ম্মাদির প্রতি অনুরাগও শিথিল হইয়া যায়। লক্ষ্যের প্রতি লোভ না থাকিলে কেই বা উপায়কে অবলম্বন করিয়া থাকে?

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। আত্মভাবিতঃ (মনে চিন্তিত) [সন্] (হইয়া) ভগবান্ (ভগবান্) যদা (যখন) যং (যাঁহাকে) অনুগৃহ্লাতি (অনুগ্রহ করেন), স (তিনি তখন) লোকে (লোকধর্ম্মে) বেদে চ (এবং বেদধর্ম্মে) পরিনিষ্ঠিতাং (নিষ্ঠাপ্রাপ্তা) মতিং (বুদ্ধিকে) জহাতি (ত্যাগ করেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হি-রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! (মহদ্‌ব্যক্তিদের মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধ) চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভগবান্ যখন যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকধর্ম্মে ও বেদধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করেন। ১২

আত্মভাবিতঃ—আত্মায় (বা মনে) ভাবিত (বা চিন্তিত) হইয়া। এই শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মহদ্দ্বারা কথাশ্রবণেন শুদ্ধে চিত্তে ভাবিতঃ সন্—মহদ্‌ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে নির্গত ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারা যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার সেই শুদ্ধ চিত্তে চিন্তিত হইয়া।" তাৎপর্য্য এই যে—মহদ্‌ব্যক্তিদিগের মুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের ফলে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তিনি যদি তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান্‌কে চিন্তা করেন, তাহা হইলেই ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন (তাহা হইলেই তাঁহার চিত্তে ভগবৎ-কৃপা স্ফুরিত হইতে পারে)। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ ভক্তৈরেব—হে ভগবন্নিমং জনং সংসারাৎ উদ্ধরন্নঙ্গীকুর্ব্বিতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতঃ—ভগবানের কোনও ভক্ত যদি কোনও লোকের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়া বলেন যে—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া এই লোকটীকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার কর—তাহা হইলে সেই ভক্তের মনে এইরূপে চিন্তিত হইয়া" ভগবান্ সেই লোকটীকে কৃপা করিতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহার প্রতি কৃপা করার নিমিত্ত কোনও ভক্ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহার প্রতিই কৃপা করেন। যাহা হউক, কোনও লোকের—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ নিজের চিত্তে ভাবিত হইয়া, অথবা কোনও লোকের প্রতি কৃপা করার নিমিত্ত কোনও ভক্তকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ যখন তাঁহাকে (সেই লোককে) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি (সেই লোক) **লোকে**—লোকধর্ম্মে, লৌকিক ব্যবহারে **বেদে চ**—এবং বেদধর্ম্মে, বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডে **পরিনিষ্ঠিতাং**—বিশেষরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত **মতিং**—বুদ্ধিকেও **জহাতি**—ত্যাগ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। "যমনুগৃহ্লাতি"-স্থলে "যস্যানুগৃহ্লাতি" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহা বোলাইলা ॥ ১০৫
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে—।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥ ১০৬
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাদ ॥ ১০৭
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে—তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥ ১০৮
এত বলি বিদায় দিল সেই দুইজনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১০৯
গোপীনাথচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১১০
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিল গমন ॥ ১১১
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে ॥ ১১২
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণবন্দন।
আচার্য্যেরে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১১৩
প্রেমানন্দে হৈল দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১১৪
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১১৫
একে একে সবভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সভা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১১৬
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৫। **তবে**—সার্ব্বভৌমের সহিত উক্তরূপ আলোচনার পরে। **অট্টালিকা হৈতে**—অট্টালিকার উপর হইতে। **তলে**—নীচে। **কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র**—কাশীমিশ্র ও পড়িছা-পাত্র এই উভয়কে।

১০৭। **স্বচ্ছন্দ**—তাঁহাদের নিজ ইচ্ছামত; তাঁহারা যেরূপ চাহেন, সেইরূপ। **বাসা**—বাসস্থান। **বাদ**—অন্যথা।

১০৮। **ধরিহ**—পালন করিও। "ধরিহ"-স্থলে "কর" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **আজ্ঞা নহে**—আজ্ঞা না করিলেও; প্রভু প্রকাশ্যে কোনও আদেশ না দিলেও। **ইঙ্গিত**—অভিপ্রায়।

১০৯। অন্বয়ঃ—(রাজা প্রতাপরুদ্র) এত (পূর্ব্বোক্তরূপ কথা) বলিয়া সেই দুইজনকে (কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে) বিদায় দিলেন। (তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে) দেখিয়া সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব-মিলনে আসিলেন (অর্থাৎ সেই দুইজন চলিয়া যাওয়ার পরে, গৌড় হইতে সমাগত বৈষ্ণবদের সহিত প্রভুর মিলন দেখিবার অভিপ্রায়ে সার্ব্বভৌমও প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন)।

১১০। **প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন**—গৌড় হইতে সমাগত বৈষ্ণবদের সহিত প্রভুর মিলন।

১১১। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বার। **ডাহিনে**—ডাইনদিকে। **ছাড়ি**—ত্যাগ করিয়া; সিংহদ্বারের দিকে না গিয়া। **কাশীমিশ্র-গৃহপথে**—যেইপথে কাশীমিশ্রের গৃহে যাওয়া যায়, সেই পথে।

১১২। **হেনকালে**—সিংহদ্বার ছাড়িয়া কাশীমিশ্রের গৃহের দিকে সকলে যখন দক্ষিণ মুখে চলিয়াছেন, সেই সময়ে। **নিজগণ-সঙ্গে**—স্বীয় পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া; নিজের সঙ্গীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া। **বৈষ্ণব মিলিলা**—বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। **পথে**—কাশীমিশ্রের গৃহে যাওয়ার পথে। **মহারঙ্গে**—অত্যন্ত আনন্দের সহিত।

১১৩। **আচার্য্যেরে**—অদ্বৈত আচার্য্যকে।

১১৫। **প্রত্যেকে**—প্রত্যেককে।

১১৬-১৭। **কৈল সম্ভাষণ**—আলিঙ্গনাদি করিলেন, কি কথাবার্ত্তা বলিলেন। **অভ্যন্তরে**—কাশীমিশ্রের বাড়ীর ভিতরে যেখানে প্রভু থাকেন। **মিশ্রের আবাস** ইত্যাদি—কাশীমিশ্রের বাড়ীতে স্থান অতি অল্প; গৌড়

আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সভায় মালা-চন্দন দিল ॥ ১১৮
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভাসনে ॥ ১১৯
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়-বচনে—।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে ॥১২০
অদ্বৈত কহে—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥ ১২১

তথাপি ভক্ত-সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ ১২২
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তাঁরে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া—॥১২৩
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু-হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে ॥১২৪
বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ!
তোমার চরণ প্রাপ্তি সেই পুনর্জ্জন্ম ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

হইতে যত বৈষ্ণব আসিয়াছেন, কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভু যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানে তাঁহাদের সকলের সমাবেশ হইতে পারে না। **অসংখ্য বৈষ্ণব** ইত্যাদি—তথাপি কিন্তু সেই অল্পস্থানের মধ্যেই তাঁহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল। তাহার কারণ এই:—প্রকট-লীলাকালে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের যে যে স্থানে প্রকট হয়েন, সেই সেই স্থানেই, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও প্রকটিত হয়। সুতরাং তিনি যেস্থানেই যায়েন না কেন, সেই স্থানেই তাঁহার চিন্ময় ধাম বর্ত্তমান; এই ধামও—"সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—কৃষ্ণতনুসম। ১৫।১৫॥" তাহা প্রাকৃত লোকের চক্ষুতে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সীমাবদ্ধ নহে—বিভু। (১৫।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই, কাশীমিশ্রের গৃহে যেস্থানে প্রভু থাকিতেন, তাহাও বিভু—আপাতঃ দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা—বিভু, অপরিচ্ছিন্ন ছিল; এজন্যই তাহাতে অসংখ্য লোকের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ভগবদ্ধামের এক অচিন্ত্যশক্তি। এই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই দ্বাপরে ব্রহ্মমোহন-লীলায় গোবর্দ্ধনের সানুদেশস্থিত—লোকদৃষ্টিতে স্বল্প-পরিসর স্থানেও অনন্ত নারায়ণের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল।

১১৮। **মালা-চন্দন**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীমালা ও প্রসাদী চন্দন।

১১৯। **ভট্টাচার্য্য আচার্য্য**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ-আচার্য্য।

১২০। **পূর্ণ হৈলাঙ**—আমার সকল বাসনা নিঃশেষে পূর্ণ হইল।

১২৫। **আদৌ**—আগে; আমার পূর্ব্বে। **পুনর্জ্জন্ম**—পুনরায় জন্ম; ভাগবত-জন্ম। মাতৃগর্ভে যে জন্ম, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাকে বিষয়াসক্তিময় জন্ম বলা যায়; ইহাই তাহার প্রথম জন্ম; কোনও ভাগ্যে বিষয়াসক্তি ছুটিয়া গেলে বিষয়াসক্তির দিক্ দিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায়। ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি ঘটিলে নূতন ভাবে তাহার জীবন আরম্ভ হয়; ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিষয়াসক্তিময় জীবন কাটিয়া থাকে কেবল বিষয়ের সেবায়; আর ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি ঘটিলে যে জীবন আরম্ভ হয়, তাহা কেবল ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই পূর্ণ। এইরূপ জীবনকে ভাগবত-জীবন বলা যায় এবং এইরূপ জীবনের আরম্ভকে ভাগবত-জন্ম বলা যায়। ভাগবত-জন্মকে ভাগ্যবান্ জীবের পুনর্জ্জন্ম—বৈষয়িক জীবনের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভগবৎ-সেবাময় জীবনের আরম্ভমূলক পুনর্জ্জন্মও বলা যায়। বাসুদেব-মুকুন্দ প্রভৃতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ; প্রাকৃত জীবের ন্যায় পিতামাতার শুক্র-শোণিতে তাঁহাদের জন্ম হয় নাই, নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহাদের জন্মলীলার অভিনয়; তথাপি লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা নিজেদিগকে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন এবং সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই সাংসারিক জীববৎ আচরণরূপ লীলার অভিনয় করিয়া যখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তিরূপ লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা মনে করিলেন যেন তাঁহাদের ভাগবত-জন্ম—পুনর্জ্জন্ম—হইয়াছে। এইরূপই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুরূপ সিদ্ধান্ত।

পাইল তোমার সঙ্গ—তোমার (মহাপ্রভুর) সঙ্গ লাভ করিয়া ভাগবত-জন্ম লাভ করিল।

ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ॥ ১২৬

পুন প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ ১২৭

স্বরূপের ঠাঞি আছে—লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥ ১২৮

প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥ ১২৯

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমা-চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥ ১৩০

শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥ ১৩১

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে—।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৩২

শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ১৩৩

দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ ১৩৪

শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয়—জানি আগে হৈতে ॥ ১৩৫

শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৩৬

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৫৭)—

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিমজ্জত ইতি। হে অনন্ত ভবার্ণবান্তঃ সংসার-সমুদ্র-মধ্যে চিরায় বহুকালং ব্যাপ্য নিমজ্জতঃ পতিতস্য মে মম কর্ত্তৃভূতস্য কূলমিব ভবার্ণবস্য তটমিব অসি ত্বং লব্ধঃ প্রাপ্তঃ। হে ভগবন্ ত্বয়াপি ইদানীং দয়ায়াঃ অনুত্তমং অতীবনীচং ইদং মল্লক্ষণং পাত্রং লব্ধম্। দীন এব দয়াং কর্ত্তুং যুজ্যতে অতঃ অতিদীনে ময়ি দয়াং কুরু ইতিভাবঃ। শ্লোকমালা। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৬। ছোট হৈয়া ইত্যাদি—মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম অনুসারে মুকুন্দ আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট বটে; কিন্তু আমার পূর্ব্বে তোমার চরণপ্রাপ্তিরূপ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া (ভাগবত জন্মহিসাবে) আমার জ্যেষ্ঠ—আমা অপেক্ষা বড়—হইল।

১২৭। দুই পুস্তক—কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুই পুস্তক। **দক্ষিণ**—দাক্ষিণাত্য।

১২৯। প্রত্যেকে ইত্যাদি—বৈষ্ণব সকলের প্রত্যেকেই উক্ত দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন।

১৩২-৩৩। শঙ্কর—ইনি দামোদরের ছোট ভাই; গম্ভীরায় রাত্রিতে প্রভুর পাদসংবাহন করিতেন; কখনও কখনও প্রভুর পাদতলে ইনি ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং তখন ইঁহার দেহের উপরেই প্রভু পাদ-প্রসারণ করিতেন; এজন্য ইঁহার আর এক নাম হইয়াছিল "প্রভু পাদোপধান—প্রভুর পাদোপধান—প্রভুর পায়ের বালিশ।" **সগৌরব**—গৌরব (বা সম্মান) মিশ্রিত, সুতরাং সঙ্কোচময়। **শুদ্ধ কেবল**—গৌরব-বুদ্ধিহীন; সম্যক্রূপে সঙ্কোচশূন্য। ৩।১৯।৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

দামোদরকে প্রভু বলিলেন—"দামোদর! তোমার উপরেও আমার প্রীতি আছে, তোমার ছোটভাই শঙ্করের উপরেও প্রীতি আছে; কিন্তু তোমার উপরে যে প্রীতি, তাহাতে গৌরববুদ্ধি-জনিত সঙ্কোচের ভাব মিশ্রিত আছে; শঙ্করের সম্বন্ধে আমার কোনওরূপ সঙ্কোচই নাই; তাই বলি শঙ্করকে আমার নিকটে রাখিয়া যাও।"

১৩৪। এবে আমার ইত্যাদি—আমা অপেক্ষাও অধিক কৃপা পাওয়ায় আমার বড় ভাইয়ের তুল্য হইল।

১৩৬। দণ্ডবৎ—দণ্ডের ন্যায় লম্বা হইয়া চরণতলে পতিত হইলেন। **শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "নিমজ্জতোঽনন্ত" ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকটিকে পরে শিবানন্দ-সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। হে অনন্ত (হে অনন্ত)! চিরায় (বহুকালযাবৎ) ভবার্ণবান্তঃ (সংসার-সমুদ্রের

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ১৩৭
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৩৮
তৃণ দুই-গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেল দৈন্যহীন হঞা ॥ ১৩৯
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে—॥১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যে) নিমজ্জতঃ (পতিত) মে (আমার) কুলং ইব (কুলতুল্য—তটসদৃশ) [ত্বং] (তুমি) লব্ধঃ (আমাকর্তৃক প্রাপ্ত) অসি (হইয়াছ)। হে ভগবন্! ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) অপি (ও) ইদানীং (এক্ষণে) দয়ায়াঃ (দয়ার) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তম) ইদং (এই) পাত্রং (পাত্র) লব্ধং (প্রাপ্ত)।

অনুবাদ। হে অনন্ত! বহুকালযাবৎ আমি এই সংসাররূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত আছি; এক্ষণে তাহার (সংসার-সমুদ্রের) তটসদৃশ তোমাকে আমি পাইয়াছি; হে ভগবন্! তুমিও এক্ষণে দয়ার সর্ব্বোত্তম পাত্র এই আমাকে পাইয়াছ। ১৩

প্রভু, অনাদিকাল হইতেই আমি অতি বিস্তীর্ণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছি; কখনও ইহার তটদেশ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া তোমার চরণে স্থান দেওয়ায় আমি যেন সেই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটদেশে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু, যে যত পতিত, যে যত অধম, সে ততই তোমার দয়ার পাত্র; কারণ, তুমি পরম-দয়াল; পতিত জনের প্রতি দয়া করাই পতিত-পাবন তোমার স্বভাব; কিন্তু প্রভু আমার ন্যায় পতিত, আমার ন্যায় ভক্তিহীন দীন, জগতে আর কেহই নাই; সুতরাং আমি তোমার দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। **অনুত্তম**—ন (নাই) যাঁহা অপেক্ষা উত্তম (অতি নীচ, অত্যন্ত পতিত বলিয়া দয়ার উপযুক্ত), তিনি অনুত্তম।

১৩৭। প্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের মিলনের পরে সকলে যখন কাশীমিশ্রের বাড়ীর ভিতরে প্রভুর বাসায় আসিলেন, মুরারিগুপ্ত তখন ভিতরে আসেন নাই; তিনি দৈন্যবশতঃ বাহিরেই দণ্ডবৎ পড়িয়া ছিলেন। **দণ্ডবৎ হৈয়া**—দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া।

১৩৮। মুরারিগুপ্তকে ভিতরে না দেখিয়া প্রভু যখন তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিলেন, তখন ভিতর হইতে কয়েকজন ভক্ত তাঁহার খোঁজ করার জন্য বাহিরে আসিলেন। **অন্বেষণ**—খোঁজ।

১৩৯। তৃণ দুই-গুচ্ছ—দুই গুচ্ছ তৃণ; দুই গোছা ঘাস। **দশনে**—দন্তে। **দৈন্যদীন**—নিজের দৈন্যবশতঃ অত্যন্ত কাতর। "অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন। শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর।" আমি অত্যন্ত অভিমানী এবং ভক্তিহীন—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই দৈন্য; এইরূপ অভিমান ও ভক্তিহীনতার অনুভব করিয়া, নিজেকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিয়া যিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহাকেই দৈন্যদীন বলা যায়। মুরারিগুপ্ত এইরূপ দৈন্যদীন হইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন—মুখে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া। পশুরাই তৃণ ভক্ষণ করে; দৈন্যবশতঃ যিনি দন্তে তৃণ ধারণ করেন, তাঁহার মনের ভাব এই যে,—"মানুষের আকার আমার থাকিলেও আমি প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ নহি, আমি পশু; কারণ, পশু যেমন সর্ব্বদা কেবল নিজের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়াই ব্যস্ত থাকে, জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা পশু যেমন কখনও চিন্তা করে না, আমিও তদ্রূপ সর্ব্বদা নিজের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখ নিয়াই ব্যস্ত, কখনও ভগবদ্-ভজনের কথা চিন্তা করি না। মানুষ মনুষ্যদেহ পাইয়াছে ভজনের জন্য; মনুষ্য-জন্ম পাইয়া ভজনই যদি না করিল, পশুর ন্যায় কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই যদি ব্যস্ত রহিল, তাহা হইলে সেই মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কি?" মুরারিগুপ্ত দৈন্যবশতঃ এইরূপ ভাবিয়া, নিজের স্বভাব যে পশুর স্বভাবের ন্যায়, তাহা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়াছিলেন।

১৪০। প্রভু মুরারিকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন; কিন্তু মুরারি পেছনের দিকে সরিয়া গেলেন; প্রভু যতই অগ্রসর হয়েন, মুরারি ততই পেছনের দিকে সরিয়া যায়েন, প্রভুর হাতে ধরা দেন না।

মোরে না ছুঁইহ, মুই অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর ॥ ১৪১
প্রভু কহে—মুরারি! কর' দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥ ১৪২
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ-সম্মার্জ্জন ॥ ১৪৩
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর ॥ ১৪৪
প্রত্যেকে সভার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৪৫
সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে—কাহাঁ হরিদাস? ॥ ১৪৬
দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৪৭
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৪৮
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥ ১৪৯
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥ ১৫০
নিভৃতে টোটা-মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ্।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ্ ॥ ১৫১
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ ১৫২
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪১। **কলেবর**—দেহ। **পাপ কলেবর**—পাপে লিপ্ত দেহ।

১৪২। **দৈন্য**—নিজের সম্বন্ধে হেয়তার জ্ঞান।

১৪৩। **অঙ্গ সম্মার্জ্জন**—রাস্তায় দণ্ডবৎ পড়িয়া ছিলেন বলিয়া মুরারির গায়ে ধূলাবালি লাগিয়াছিল; প্রভু নিজ হাতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

১৪৬। **সম্মানি**—আলিঙ্গনাদি দ্বারা সম্মান করিয়া।

১৪৭। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরও দৈন্যবশতঃ ভিতরে প্রবেশ করেন নাই; দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তিনি রাস্তার পাশে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভু যখন বাহিরে ছিলেন, তখনও তিনি প্রভুর নিকটে আসেন নাই; দূর হইতেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। যবনের গৃহে জন্ম ছিল বলিয়া হরিদাস ঠাকুর নিজেকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন; তাই তিনি সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি ১৪শ অঃ)-মতে যবন-কুলেই তাঁহার জন্ম।

১৫০। **নীচজাতি**—মুসলমান; জন্ম হিসাবে মুসলমান। **মন্দির-নিকটে**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের নিকটে। কাশীমিশ্রের বাড়ী শ্রীমন্দিরের নিকটে ছিল বলিয়া হরিদাস ঠাকুর এইরূপ বলিতেছেন।

১৫১। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **টোটা**—বাগান। **স্থান খানিক**—অল্প একটু স্থান। **গোয়াঙ**—যাপন করি।

১৫২। অন্বয়ঃ—যে স্থানে থাকিলে জগন্নাথের সেবকের সহিত আমার স্পর্শ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ কোনও একস্থানে পড়িয়া থাকি—ইহাই আমার বাসনা।

জগন্নাথের সেবক তাঁহাকে স্পর্শ করিলে সেবক অপবিত্র হইবেন, জগন্নাথের সেবার কজকর্ম্ম করিতে অযোগ্য হইবেন—ইহাই হরিদাস-ঠাকুরের মনের ভাব।

১৫৩। **সুখ বড় পাইল**—হরিদাসের দৈন্যসূচক-বাক্যে প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই অকপট দৈন্য প্রকাশ করিতে পারেন; হরিদাসের মুখে অকপট দৈন্যের কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তিরাণীর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া প্রভু সুখী হইলেন।

"সুখ"-স্থলে "দুঃখ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ এইরূপ—দৈন্যের প্রকৃত কোনও কারণ না থাকিলেও দৈন্য অনুভব করিয়া হরিদাস যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া প্রভুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। অথবা, যবনের গৃহে

হেনকালে কাশীমিশ্র-পড়িছা দুইজন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ ১৫৪
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভার সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৫৫
প্রভুপদে দুইজন কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥ ১৫৬
সভার করিয়াছি বাসাগৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান ॥ ১৫৭
প্রভু কহে—গোপীনাথ! যাহ সভা লৈয়া।
যাহাঁ-যাহাঁ কহে তাহাঁ বাসা দেহ যাঞা ॥ ১৫৮
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ববৈষ্ণবের এহোঁ করিবে সমাধানে ॥ ১৫৯
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জনে ॥ ১৬০
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

জন্ম হইয়াছে বলিয়াই হরিদাস নিজেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখেন; কারণ, হিন্দুসমাজ যবন বলিয়া তাঁহাকে অস্পৃশ্য মনে করিবে—ইহাই তাঁহার মনের ভাব। বস্তুতঃ, হিন্দুসমাজের তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে বোধ হয়—মুষ্টিমেয়—কতিপয় পরম-ভাগবতব্যতীত আর সমস্ত হিন্দুই যে হরিদাসের ভক্তি অপেক্ষা জন্মের উপরেই প্রাধান্য স্থাপন করিত এবং তজ্জন্য অপর যবনের ন্যায় তাঁহাকেও অস্পৃশ্য বলিয়াই মনে করিত—বিশেষতঃ হরিদাস নিজেকে হিন্দুর অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু তাহারা প্রত্যেক কার্য্যেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, কথায় কথায়—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"—বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; সেই হিন্দুই আবার ভক্তকুলমুকুট-মণি হরিদাসকে যবনকুলজাত বলিয়া অস্পৃশ্য মনে করেন! ভগবানের শাস্ত্র অপেক্ষা মানুষের গড়া লোকাচারেরই সমাজে প্রাধান্য!! এইরূপ বিসদৃশ কথা মনে করিয়াই, সমাজে ভক্তি অপেক্ষা লোকাচারের প্রাধান্য দেখিয়াই প্রভু দুঃখিত হইয়াছিলেন।

১৫৪। **কাশীমিশ্র পড়িছা** দুইজন—কাশীমিশ্র ও পড়িছা এই দুইজন।

১৫৬। **দুইজন**—কাশীমিশ্র ও পড়িছা এই দুইজন। **করি সমাধান**—যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা যোগাড় করিয়া দেই।

১৫৮। যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় এই পয়ারের অর্থ এইরূপ:—"গোপীনাথ! এই সকলকে (এই সকল বৈষ্ণবকে) লইয়া যাও; যিনি যেখানে থাকিতে বলেন, তাঁহাকে সেখানে বাসা দিবে।" কিন্তু পরবর্ত্তী ১৬৬।৬৭ পয়ার হইতে জানা যায়, গোপীনাথ-আচার্য্য আগে যাইয়া বাসা সংস্কার করিয়া আসিয়াছেন; বাসা-সংস্কারের সংবাদ জানিয়া প্রভু বৈষ্ণবগণকে নিজ নিজ বাসায় যাইতে বলিলেন। সুতরাং ১৫৮ পয়ারের পূর্ব্বোক্তরূপ যথাশ্রুত অর্থ এস্থলে সঙ্গত হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে এরূপ অর্থই সঙ্গত হইবে:—গোপীনাথ! (কাশীমিশ্র ও পড়িছা বলিতেছেন, বৈষ্ণবদের জন্য বাসার সংস্থান করা হইয়াছে); তুমি সভাকে (এই দুইজনকে তোমার সঙ্গে) লইয়া যাও; যাইয়া—যেখানে যেখানে (বাসার সংস্থান হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা) বলেন, সেখানে সেখানে (বৈষ্ণবদের) বাসা (বাসের উপযোগী সংস্কারাদি) করাইয়া দাও।

১৫৯। গোপীনাথকে প্রভু আরও বলিলেন—"বাণীনাথের নিকটেই মহাপ্রসাদ দিবে; বাণীনাথই বৈষ্ণবদের আহারের কার্য্য সমাধান করিবেন।" **এহোঁ**—ইনি; বাণীনাথ।

কোনও কোনও গ্রন্থে "এহোঁ"-স্থলে "ইহোঁ" অর্থ একই।

১৬০-৬১। হরিদাস-ঠাকুর বাগানের মধ্যে একটু নিভৃত স্থান চাহিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫১ পয়ার); প্রভু তাঁহার জন্য পুষ্পোদ্যানের নিভৃত ঘরখানি চাহিতেছেন।

পুষ্পের উদ্যান—ফুলের বাগান; এই বাগানটী ছিল কাশীমিশ্রের বাড়ীর (যেখানে প্রভু থাকিতেন, তাহার) সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। **স্মরণ**—শ্রীকৃষ্ণস্মরণ বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণ।

মিশ্র কহে—সব তোমার, মাগ কি-কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ—চাহ যেই স্থান ॥ ১৬২
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি, সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥ ১৬৩
এত কহি দুইজন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা ॥ ১৬৪
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৬৫
বাণীনাথ আইলা অন্ন-পিঠা-পানা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া ॥ ১৬৬
মহাপ্রভু কহে—শুন সব বৈষ্ণবগণ!
নিজ নিজ বাসা সভে করহ গমন ॥ ১৬৭
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥ ১৬৮
প্রভু নমস্করি সভে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সভায় বাসাস্থান দিলা ॥ ১৬৯
তবে প্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে ॥ ১৭০
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥ ১৭১
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে ॥ ১৭২
হরিদাস কহে—প্রভু! না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ ১৭৩
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র-ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৭৪
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ দান ॥ ১৭৫
নিরন্তর কর চারি-বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬৩। **আমি দুই**—আমরা দুইজন; কাশীমিশ্র ও পড়িয়া। **আজ্ঞাকারী**—আজ্ঞাপালনকারী। **যেই চাহি**—তুমি যাহা চাহ; যাহা তোমার প্রয়োজন।

১৬৪। **এত কহি**—এইরূপ বলিয়া; ১৬১ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

১৬৫। **দেখাইল**—কাশীমিশ্র গোপীনাথকে সমস্ত বাসাঘর দেখাইলেন। **দিল**—কাশীমিশ্র (বা পড়িছা) দিলেন। **বিস্তর**—অনেক।

১৬৬। **অন্ন-পিঠা-পানা**—প্রসাদান্ন, পিঠা (পিষ্টক) এবং পানা (পানীয় দ্রব্য—সরবৎ-আদি)। **বাসার সংস্কার** করিয়া—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নাদি করাইয়া।

১৬৮। **চূড়া**—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া। তখন আর শ্রীজন্নাথ-দর্শনের সুবিধা হইবে না বলিয়াই বোধ হয় চূড়া দর্শনের কথা বলা হইয়াছে।

১৭০। **তবে**—বৈষ্ণবেরা সকলে চলিয়া গেলে পর। **হরিদাস-মিলনে**—বাহিরে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত হরিদাস-ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত।

১৭২। **বিকল**—আত্মহারা। **প্রভুগুণে** ইত্যাদি—প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া হরিদাসঠাকুর আত্মহারা এবং হরিদাস-ঠাকুরের গুণ স্মরণ করিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আত্মহারা। প্রভুগুণে—প্রভুর ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে; অথবা, প্রভুর দয়াগুণে। **ভৃত্যগুণে**—ভক্তের প্রীতিরূপ (বা দৈন্যরূপ) গুণে।

১৭৪। **তোমা স্পর্শি** ইত্যাদি—আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। **পবিত্র-ধর্ম্ম**—যে ধর্ম্ম (অথবা ধর্ম্মের যেরূপ অনুষ্ঠান) সকলকে পবিত্র করে।

"পবিত্র ধর্ম্ম"-স্থলে "যে পবিত্রতা" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—তুমি বলিতেছ, তুমি নীচ, অস্পৃশ্য; কিন্তু তোমার মত পবিত্রতা তো আমার মধ্যে নাই।

১৭৫-৭৬। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে; সর্ব্বদা। **সর্ব্বতীর্থে স্নান**—সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে যে ফল

তথাহি (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদুপপাদয়তি অহো বত ইত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ ত এব তপস্তেপুঃ কৃতবন্তঃ। জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ। সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ ব্রহ্ম বেদং অনূচুঃ অধীতবন্তঃ। তন্নামকীর্ত্তনে তপ আদ্যন্তর্ভূতং অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরে তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি তন্নামকীর্ত্তন-মহাভাগ্যাদেবাবগম্যত ইত্যর্থঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

(পবিত্রতা) লাভ করা যায়, এক নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই তুমি তাহা পাইতেছ। তীর্থস্নান, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতির ফলে পাপ-বিনাশ, কি ভুক্তি-মুক্তি-আদি হইতে পারে। এসব কিন্তু শ্রীহরি-নামের আভাসেই পাওয়া যায়; নামাভাসে অজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। যে নামের আভাসেই এসব ফল পাওয়া যায়, শ্রীহরিদাসঠাকুর অনবরত সেই নামই অত্যন্ত অনুরাগের সহিত জপ করিতেছেন। নামের ফল পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেম প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ভাবে সংসার ক্ষয় হয়, দেহ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সুতরাং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের দেহ যে পরম পবিত্র, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; এজন্যই কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু—ভজনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা যাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য তিনি—বলিয়াছেন, "হরিদাস! নামের বলে তোমার দেহ পরম পবিত্র, তীর্থস্নান-যজ্ঞ-তপাদিতে যাহা হয়, তুমি তাহা হইতেও অনেক অধিক ফল লাভ করিয়াছ, আমি নিজে পবিত্র হওয়ার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করি। চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি কেহ ভগবৎ-কৃপায় বেদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে তিনি দেখিতে পান যে, শ্রীকৃষ্ণভজনই ঐ বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়; হরিদাস, তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই করিতেছ, সুতরাং নিরন্তর তুমি বেদ পাঠই করিতেছ।"

দ্বিজ—দ্বিজাতি; ব্রাহ্মণ। **ন্যাসী**—সন্ন্যাসী। **পরম-পাবন**—পরম পবিত্র, অন্যকে পবিত্র করার শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, নীচ কুলে তাঁহার জন্ম হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী হইতেও তিনি পরম পবিত্র; তাঁহার স্পর্শে যে কোনও জীব নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতে পারে।

এই দুই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো।১৪। অন্বয়। অহো বত (অহো কি আশ্চর্য্য)! যৎ (যস্য—যাঁহার) জিহ্বাগ্রে (জিহ্বার অগ্রভাগে) তুভ্যং (তব—তোমার) নাম (নাম) বর্ত্ততে (বর্ত্তমান থাকে) অতঃ (সেই হেতু—জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকাবশতঃ) [সঃ] (সেই) শ্বপচঃ (শ্বপচ) গরীয়ান্ শ্রেষ্ঠ—পূজ্য)। যে (যাঁহারা) তে (তোমার) নাম (নাম) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করেন) তে (তাঁহারা) আর্য্যাঃ (সদাচারসম্পন্ন) [তে] (তাঁহারা) তপঃ তেপুঃ (তপস্যা করিয়াছেন), জুহুবুঃ (হোম করিয়াছেন), সস্নুঃ (তীর্থস্নান করিয়াছেন) ব্রহ্ম (বেদ) অনূচুঃ (অধ্যয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ। দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও, এই কারণে (তাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকে বলিয়া) পূজ্য হয়েন। যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।" ১৪

শ্বপচঃ—শ্ব-(কুক্কুর)-মাংসভোজী নীচ জাতিবিশেষ। **জিহ্বাগ্রে**—জিহ্বার অগ্রভাগে; ধ্বনি এই যে—সমগ্র জিহ্বাদ্বারা হরিনাম উচ্চারণের কথা তো দূরে, কেবলমাত্র জিহ্বার অগ্রভাগেই যদি নাম বর্ত্তমান থাকে। **নাম—**

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥ ১৭৭
এই স্থানে রহ—কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥ ১৭৮
মন্দিরের চক্র দেখি করহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রাসাদান্ন॥ ১৭৯
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সভে পাইল আনন্দ॥ ১৮০

সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইল নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥ ১৮১
আসি জগন্নাথের কৈলা চূড়া-দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥ ১৮২
সভারে বসাইল প্রভু যোগ্য ক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥ ১৮৩
অল্প-অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে।
দুইতিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক-পাতে॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীভগবানের নাম। একবচনান্ত নাম-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের বহু নামের কথা তো দূরে, যদি মাত্র একটী নামও জিহ্বার অগ্রভাগে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে এই একটী নাম বর্ত্তমান থাকিবে—তিনি কুক্কুর-মাংসভোজী নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তি হইলেও এবং তজ্জন্য সামাজিক হিসাবে তিনি নিতান্ত হেয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও—তাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই তিনি—**গরীয়ান্**—অতিশয়েন গুরুর্ভবতি, অন্য সকলের পক্ষে অত্যধিকরূপে গুরুস্থানীয়, সুতরাং তিনি নাম-মন্ত্র উপদেশ করিবার যোগ্য (চক্রবর্ত্তী); যাঁহারা জপ-হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ক্রমসন্দর্ভ)। প্রশ্ন হইতে পারে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে ভগবন্নাম বর্ত্তমান থাকে, তিনি শ্বপচ হইয়াও যজ্ঞ-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি কি করিতে পারেন? উত্তর—লোকাচার বা সামাজিক আচার অনুসারে বেদাধ্যয়নাদিতে শ্বপচের অধিকার না থাকিলেও, ভগবন্নামের কৃপায় স্বরূপতঃ তাঁহার সেই অধিকার জন্মিয়া থাকে; সমাজ প্রকাশ্যে তাঁকে সেই অধিকার না দিলেও, প্রকাশ্যে তিনি বেদাধ্যয়নাদি না করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি করিতেছেন; যেহেতু "ত্বন্নাম-কীর্ত্তনে তপ আদ্যন্তর্ভূতং—হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভূত (স্বামী ও শ্রীজীব)।" তাৎপর্য্য এই যে, ভগবন্নামকীর্ত্তনের যে ফল, তপস্যাদির ফলও তাহারই অন্তর্ভূত, ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তপস্যাদির ফলও পাওয়া যায়; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তপস্যাদি করা নামকীর্ত্তন-কারীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ, যাঁহারাই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই **আর্য্যাঃ**—সদাচার-সম্পন্ন; সমস্ত সদাচারের মূল হইল ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবন্নামের স্মৃতি (সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫); অন্যান্য সদাচার হইল ভগবৎ-স্মৃতিমূলক আচারের আনুষঙ্গিক আচার মাত্র; সুতরাং যাঁহারা ভগবন্নাম করেন, তাঁহারা প্রকৃত সদাচারই পালন করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, তাঁহারাই তপস্যা করিয়া থাকেন, হোম করিয়া থাকেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন এবং **ব্রহ্ম**—বেদ **অনূচুঃ**—পাঠ করিয়া থাকেন। নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের হোম-তপস্যা-বেদাধ্যয়নাদি হইয়া যায়—ইহাই তেপুঃ-আদি ক্রিয়ায় অতীতকাল প্রয়োগদ্বারা সূচিত হইতেছে। "তেপুরিত্যাদিষু ভূতনির্দ্দেশাৎ গৃণন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ ত্বন্নামানি গৃহ্ণমাণ এব তপোযজ্ঞাদয়ঃ সর্ব্বে কৃতা এব ভবন্তি। চক্রবর্ত্তী।"

১৭৭। **তাঁরে**—শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে।

১৭৯। **মন্দিরের চক্র**—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের শীর্ষস্থ সুদর্শনচক্র। ১৭৮-৭৯ পয়ার হরিদাসের প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৮১। **সিন্ধু**—সমুদ্রে।

১৮৩। **যোগ্যক্রম করি**—যাঁহাকে যেস্থানে বসান সঙ্গত, তাঁহাকে সেস্থানে বসাইলেন।

প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ ॥ ১৮৫
স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন—।
তুমি না বসিলে কেহো না করে ভোজন ॥ ১৮৬
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ১৮৭
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া ॥ ১৮৮
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ১৮৯
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাথে দিল।
যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইল ॥ ১৯০
আপনে বসিল সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ১৯১
স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন ॥ ১৯২
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া ॥ ১৯৩
ভোজন-সমাপ্তি হৈল—কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ১৯৪
বিশ্রাম করিতে সভে নিজবাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুন প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৯৫
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তারে সব-বৈষ্ণব-সনে ॥ ১৯৬
সভা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাহাঁ কৈলা মহাশয় ॥ ১৯৭
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সভারে মাল্য-চন্দন ॥ ১৯৮
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ১৯৯
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল' ॥ ২০০
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২০১
পুরুষোত্তবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে ॥২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৫। **ঊর্দ্ধহস্তে**—হাত তুলিয়া।

১৮৬। **না বসিলে**—ভোজনে না বসিলে।

১৮৭। **তারে**—সেই সমস্ত সন্ন্যাসীকে।

১৮৮। **আচার্য্য**—গোপীনাথ-আচার্য্য। **ভিক্ষার**—সন্ন্যাসীদের আহারের। **পুরী**—পরমানন্দ পুরী। **ভারতী**—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। **অপেক্ষা করিয়া**—প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আহার করিতেছেন না। ১৮৬-৮৯ পয়ার প্রভুর প্রতি স্বরূপ-দামোদরের উক্তি।

১৯০। প্রভু আহারে বসিবার পূর্ব্বে গোবিন্দের দ্বারা হরিদাস-ঠাকুরের জন্য মহাপ্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিলেন।

১৯১। **আচার্য্য**—গোপীনাথ আচার্য্য।

১৯২। "পরিবেশন করে তিনজন"-স্থলে "পরিবেশে হইয়া আনন্দ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৯৩। **আকণ্ঠ**—কণ্ঠ পর্য্যন্ত। **পূরিয়া**—পূর্ণ করিয়া।

১৯৭। **জগন্নাথালয়**—শ্রীজগন্নাথের আলয়ে (শ্রীমন্দিরে)। **তাহাঁ**—শ্রীমন্দিরে।

১৯৮। **সন্ধ্যাধূপ**—সন্ধ্যাকালের ধূপের আরতি।

১৯৯। **চারি সম্প্রদায়**—কীর্ত্তনের চারিটী দল।

২০২। **পুরুষোত্তমবাসী**—শ্রীক্ষেত্রবাসী। **উড়িয়া লোক**—উড়িষ্যাবাসী লোকসকল। **চমৎকারে**—বিস্মিত।

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেঢ়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া ॥ ২০৩
আগে পাছে গান করে চারিসম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায় ॥ ২০৪
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥ ২০৫
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২০৬
বেঢ়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥ ২০৭
চারিদিগে চারিসম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২০৮
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ২০৯
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২১০
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২১১
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥ ২১২
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যতজন।
সভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥ ২১৩
চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ২১৪
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিগে দেখে, ইহা নাহি জানে ॥ ২১৫
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিগের সখা কহে—চাহে আমাপানে ॥ ২১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৩। **মন্দির বেঢ়িয়া**—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া। **প্রদক্ষিণ**—দক্ষিণ বা ডাইন দিকে রাখিয়া গমন। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

২০৪। **আছাড়ের কালে**—প্রেমাবেশে আছাড় খাইতে পড়ার সময়ে।

২০৫। প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইল। **প্রেমের বিকার** ইত্যাদি - অশ্রু-কম্পাদি এত অধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছিল যে, লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; কারণ, সাত্ত্বিক-বিকারের এত অধিক প্রাকট্য তাহারা আর কখনও দেখে নাই

২০৬। প্রভুর সাত্ত্বিক বিকারের অদ্ভুত প্রবলতার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। **পিচকারীর** ইত্যাদি—প্রভুর নয়নযুগল হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইতেছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন পিচকারীর ধারা বহিতেছে; প্রেমাবেশে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে পিচকারীর ধারার ন্থায় অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; তাহাতে প্রভুর চারিদিকের লোকগণ সেই অশ্রুধারার জলে এত অধিক পরিমাণে ভিঁজিয়া গিয়াছিলেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। **সিনানে**—স্নান।

২০৭। **বেঢ়া নৃত্য**—মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য। **পাছে**—পশ্চাদ্‌ভাগে।

২০৯। **মহান্ত**—১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারি মহান্ত**—অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস (২১০-১১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২১৩-১৬। প্রভুর কি ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইল, তাহাই এই কয় পয়ারে বলিতেছেন।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও শ্রীবাস এই চারি মহান্ত চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা, তাঁহাদের সকলের নৃত্যই তিনি একসঙ্গে দর্শন করেন। তিনি পূর্ণতম ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্য তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২১৭
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥ ২১৮
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে।
অট্টালী চঢ়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে॥ ২১৯
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার॥ ২২০
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ববৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥ ২২১
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সভারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥ ২২২
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥ ২২৩
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে॥ ২২৪
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে—হয় চৈতন্যের দাস॥ ২২৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২৬

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াকীর্ত্তন-বিলাসবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইল; এই ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবেই তিনি একই সময়ে চারি স্থানে চারিজনের নৃত্য দেখিতে সমর্থ হইলেন। যাঁহারা নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন, প্রভু তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহারই নৃত্য দেখিতেছেন। প্রভু সকলের নৃত্যই দেখিতেছেন, কিন্তু কিরূপে, কি শক্তিতে এক সময়ে প্রত্যেকের দিকে ফিরিয়া প্রত্যেকের নৃত্য দেখিতেছেন, তাহা প্রভু জানেন না। যে স্থলে মাধুর্য্যের বিকাশ, সে স্থলেই এই অবস্থা। সর্ব্বত্রই ভগবানের ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু যে স্থলে তিনি মাধুর্য্যময়, সে স্থলে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত থাকিয়া, ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত মাত্রেই ভগবানের অজ্ঞাতসারে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বলিয়া তাঁহাতে যে ঐশ্বর্য্য নাই, এমন নহে, ঐশ্বর্য্য না থাকিলে তিনি স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্ হইলেন কিরূপে? ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য মাধুর্য্যের, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া থাকে, লুকাইয়া সেবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। যখনই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পায়, তখনই, শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করিয়া যায়। ব্রজে পুলিনভোজনে এরূপ হইয়াছিল। গোপবালকগণ মণ্ডলী করিয়া চারিদিকে বসিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সখা শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার প্রত্যেক সখার প্রতিই তিনি চাহেন। এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি এমন খেলা খেলিল, যাহাতে একা শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট সহস্র সহস্র সখার প্রত্যেকের দিকে চাহিতে পারিলেন, প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপাদি করিতে পারিলেন; প্রত্যেক সখাও মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন। কিন্তু কি শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ইহা করিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন না; কারণ, সেখানে তিনি মাধুর্য্যময়, ঐশ্বর্য্যকে তিনি সেখানে আমল দেন না। ঐশ্বর্য্য অবশ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে না; না পারিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া থাকে, সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁর সেবা করে।

২১৯। **গজপতি রাজা**—রাজা প্রতাপরুদ্র। **অট্টালী**—অট্টালিকা।

২২১। **পুষ্পাঞ্জলি**—শ্রীজগন্নাথের পুষ্পময়-বেশ-রচনার পরে তাঁহার চরণে যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, তাহা।

২২২। **বাঁটিয়া**—বণ্টন করিয়া; ভাগ করিয়া। **ঈশ্বর**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

২২৪। **যাবৎ**—যতদিন।